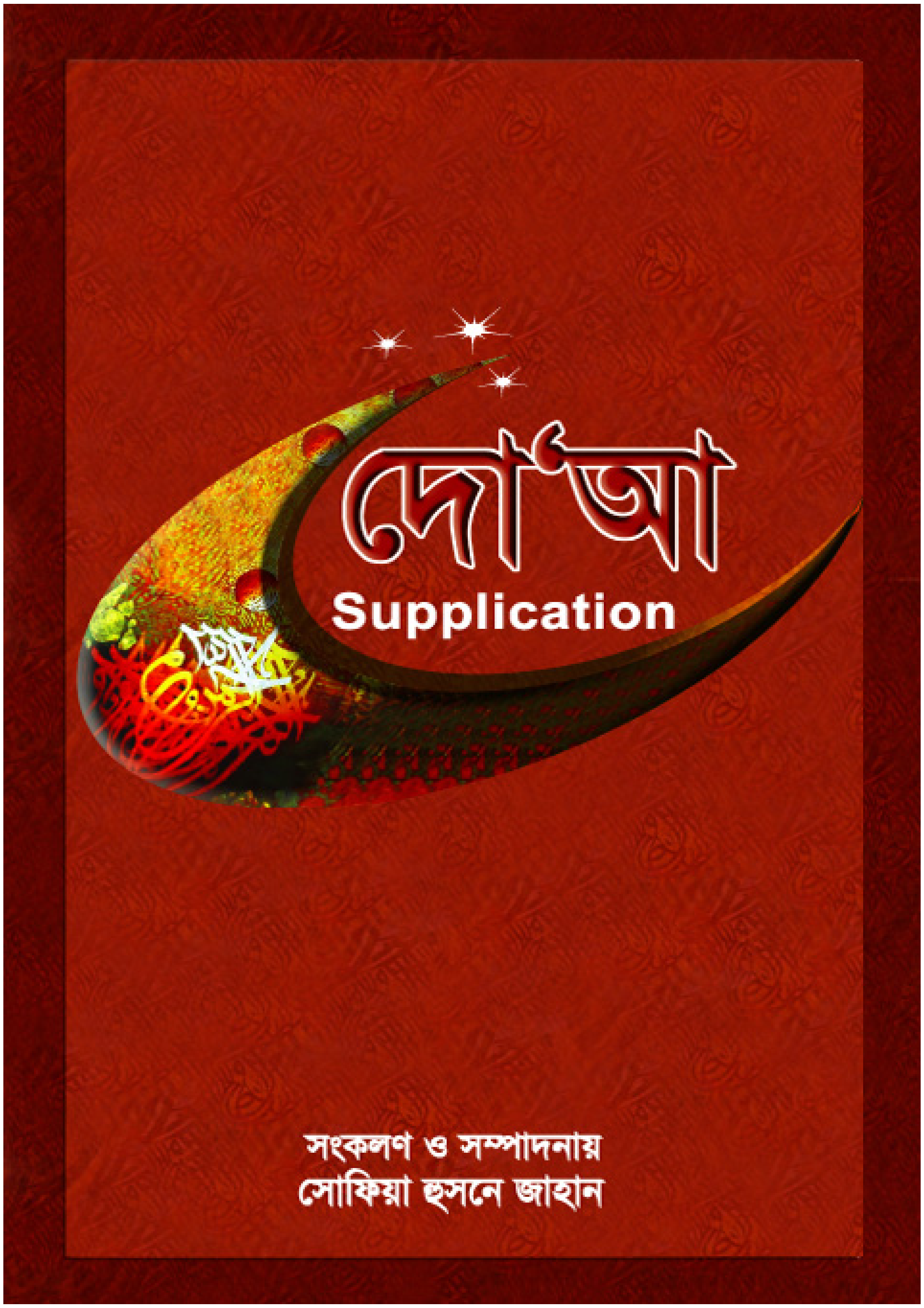

দো'আ
Supplication
সংকলণ ও সম্পাদনায়
সোফিয়া হুসনে জাহান

الدُّعَاءُ

দো‘আ

Supplication

সংকলন ও সম্পাদনায়

সোফিয়া হুসনে জাহান

প্রকাশনায়

হক ফাউন্ডেশন

দু‘আ (الدُّعَاءُ)
Supplication

সোফিয়া হুসনে জাহান
Sofia Husney Jahan

প্রকাশক
কাজী মনসুর-উল-হক

Published bY :
Kazi Mansur-ul-Huq

প্রথম প্রকাশ : **আগস্ট ২০০৯**
First Edition : August : 2009

Printed by :
Hasna Advertising
230 New Elephant Road (4th floor)
Dhaka-1205, Phone : 966953

হাদিয়া : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

DUA : Compiled by Sofia Husne Jahan and Published by Kazi Mansur-ul-Huq, General secretary of Haq Foundation --- First Edition : August 2009, Price 150.00. US $ 4.00.

Dedicated to

My Father

&

Mother

May Allah bless them

সংকলকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমাকে এই বিশেষ দো'আর গ্রন্থটি সম্পাদনার সামর্থ্য করে দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনের দো'আগুলো পড়তে যেয়ে সব সময় মনে হত আমরা হয়ত বেশির ভাগ দো'আই শুধুমাত্র নিজস্ব প্রয়োজনে পড়ছি। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে যে হেকমাহ্‌ (জ্ঞান) ও আল্লাহর নির্দেশ; যা আমরা মাঝে মধ্যে ভুলে যাই।

প্রতিটি দো'আ বা আয়াত সমূহের পেছনে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট। কখনো সেটি প্রার্থনাকারী পরীক্ষা ও বিপদের মুখোমুখি হয়ে পড়ছেন আবার কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; আবার কখনো আল্লাহর সাহায্যের জন্য। পৃথিবীতে চলার পথে বহু বাধা বিপত্তি, দুর্ঘটনা, অসুস্থতার মুখোমুখি হয়ে আমরা উদ্ধারের পথ খুঁজি তখন এই দো'আগুলো এমনভাবে আমাদের আল্লাহর অনুগ্রহে, উত্তরনের পথ দেখায় বা সত্যিই বিস্ময়কর।

আল্লাহ নবী ও রাসূলগনকে ঠিক এমনিভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন।

এখানে বিনীত চেষ্টার দ্বারা কিছু গুরত্বপূর্ণ দো'আ সংকলিত করা হয়েছে যার দ্বারা আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাহায্য লাভ করতে পারব ইনশাহআল্লাহ।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে যেয়ে যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন। তিনি আমার মা। আমার সমস্ত প্রার্থনা তাঁর জন্য। অন্যদিকে আমার প্রিয় সহ কর্মীদের প্রতি রইল আমার শুভ কামনা। যারা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। এই গ্রন্থটি মুদ্রণে ও প্রকাশনার জন্য যারা আমাকে সহযোগিতা করছেন, আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে হক ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জনাব মনসুর-উল-হক যিনি গ্রন্থটি প্রকাশনায় সিংহভাগ ব্যয় নিজ দায়িত্বে নিয়েছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, এই বিশেষ দো'আগুলো পড়া ও শেখার তৌফিক যেন আমরা পাই। সেই সাথে সম্মানিত পাঠকদের কাছে অনুরোধ থাকবে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটিগুলো যেন তারা ক্ষমার চোখে দেখেন এবং সংশোধনে সহযোগিতা করেন।

আল্লাহ আমাদের নেক আমল তৈরিতে সাহায্য করুন ও মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখুন। আমীন!

সোফিয়া হুসনে জাহান

EDITOR'S NOTE

Almighty Allah is our creator and it is He that is aware of our constant needs and problems. Allah (Alm) promises to test us in this world with our wealth, health and even our children. The 'duas' in The Holy Qur'an are nothing but strong medication prescribed by the Creator Himself for Mankind-absolutely free of cost. In times of adversity, danger, hardships and acute pain- when we feel lost and wounded- the duas in The Holy Quran would help us in ways that remain a mystery to Mankind. Allah (Alm) had also instructed the prophets to pray in this manner.

This is a humble attempt of accumulationg a few of these duas and follow a certain method of supplication that Allah (Alm) loves and expects Mankind to follow.

I thank my mother for helping me in compiling these duas by looking after my familiy and thus making this task easier for me. I pray for her from the depth of my heart. I also thank my colleagues- who have stood by me and have encouraged me to go ahead with this task. May Allah have His Mercy and Blessings on all of us.

I would like to thank Brother Kazi Mansur-ul-Huq, General Secratary of Haq Foundation" and also all those who provided financial help in publishing this book and every single person who has supported me.

Finally, I would request the readers to pray to Allah in the manner taught by Allah. May we benefit from these priceless supplications. All praise is for Allah who has given this humble servant the ability to publish this book.

Sofia Husne Jahan

দো'আ কবুল হওয়ার শর্ত

Conditions for Duas to be accepted

1. Abstain from haram food, drink and clothing.
   হারাম খাদ্য ও পোষাক থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
2. Abstain from haram livelihood.
   হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা।
3. Abstain from using a singing style in duas.
   সুর করে দো'আ পাঠ থেকে বিরত থাকা।
4. Abstain from creating deliberate rhymes in dua.
   ছন্দবদ্ধ দো'আ থেকে বিরত থাকা।
5. Make dua with an attentive heart.
   অন্তর থেকে দো'আ পাঠ করা।
6. Do not be hasty, expecting the dua to be granted immediately.
   দো'আর ফলাফল লাভের জন্য তাড়াহুড়া না করা।
7. Praying under both conditions (happiness and distress).
   সুখ-দুঃখ সর্ব অবস্থায় দো'আ করা।

যাদের দো'আ কবুল হয়

Special People whose dua's are accepted with certainty :

1. A destitute and a helpless person.
   গৃহহীন ও অসহায় মানুষের দো'আ।
2. Parents supplicating for their children.
   সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের দো'আ।
3. A Teacher (Ustad)
   শিক্ষকের দো'আ।
4. An aged person.
   বৃদ্ধদের দো'আ।
5. A sick person

অসুস্থ ব্যক্তির দো'আ।

6. A traveler
   মুসাফির/ভ্রমণকারী।
7. One person for another in the latter's absence.
   এক জনের অনুপস্থিতিতে অপরের দো'আ।
8. A person who is fasting
   রোযাদারের দো'আ।
9. A haji (pilgrim) until he returns home
   একজন হাজ্জীর বাড়ি ফেরার আগ পর্যন্ত ।
10. Prayer of the victim against his torturer.
    অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিত ব্যক্তির দো'আ।
11. Prayer of the sincere leader of a nation.
    ন্যায় পরায়ণ রাষ্ট্রনায়কের দো'আ।

দো'আ কবুল হাওয়ার বিশেষ মুহূর্ত

Special times for Acceptance of Dua.

1. Prayer in between Addhan and Ikaamah.
   আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দো'আ।
2. After the fard salah
   ফরয সালাতের পর।
3. After sajdah in salah.
   সেজদারত অবস্থায় দো'আ।
4. While drinking zamzam water
   জমজমে পানি পান করার সময়।
5. In a gathering where dhikr is made or Quran is taught.
   সেখানে যিকৰ এবং কোরআন আলোচনা করা হয়।
6. During the last hours of the night, (Tahajjud)
   তাহাজ্জুদ নামাযের সময়।

7. At the time of sehri (Pre-dawn meal taken for fasting.)
   সেহরীর সময়ে দো'আ।
8. At the time of breaking our fast
   ইফতারের সময়।
8. Every Friday & Saturday between Asar & Magrib.
   প্রতি শুক্রবার এবং শনিবার আছর নামায থেকে মাগরিব নামাযের আগ পর্যন্ত।
9. During rain fall
   বৃষ্টি বর্ষনের সময়।
10. When the rooster calls
    মোরগ ডাকার সময়।
11. While saying Ameen after the Sura Fatiha during Salaat.
    সালাতের ভেতর সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে আমীন বলার সময়।
12. On the night of Qadr during Ramadan.
    রমজানে ক্বদরের রাতের দো'আ।
13. On the first ten days during the month of Zilhajj.
    যিলহজ্জ মাসে প্রথম দশ দিন।

দো'আ কবুলের উত্তম স্থান

Best Places for Acceptance of Dua

1. Praying inside the Kabah.
   কা'বা ঘরের ভেতরে দো'আ করা।
2. Praying while performing Tawaf around the Kabah.
   কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় দো'আ করা।
3. Praying on top of the 'Safa'.
   সাফা পাহাড়ের উপর দো'আ করা।
4. Praying on top of the 'Marwa'.
   মারওয়া পাহাড়ের উপর দো'আ করা।
5. Praying between the Safa and Marwa.

সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দো’আ করা।

6. Praying at the Arafa field on the day of Arafa.

আরাফাতের দিন আরাফার ময়দানে দো’আ করা।

7. Praying at the Mash’arul Haram in Muzdalafa.

মুযদালিফায় মাশ্‌আরুল হারাম নামক জায়গায় দু’আ করা।

8. Praying after throwing stones at the small Jamara during Hajj on the 11^{th} and 12^{th} Julhajj.

হজ্জের সময় ১১ ও ১২ জিলহজ্জ তারিখে ছোট জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর দো’আ করা।

মোরগ ডাকার সময়।

When the rooster call.

সূচিপত্র

Some very important supplications
in the verses of the Holy Quran;

পবিত্র কুরআনের আয়াতে অতি গুরুত্বপূর্ণ দো'আসমূহ

Supplications of the Prophet Muhammad (S.A.W)
নবী মুহাম্মদ (সা) এর দো'আ

اِقْـرَا بِـسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِىْ خَـلَـقَ ۝

উচ্চারণ : ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্বিকাল্ লাযী খালাক্ব।

অর্থ : পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ‘আলা-ক্ব : ১)

Iqra bismi Rabbika allazi khalaq.

Read! In the name of your Lord Who has created (All that exists).

رَبِّ اَعُـوْذُبِـكَ مِـنْ هَـمَـزٰتِ الـشَّـيـطِـيْـنِ ۝ وَاَعُـوْذُبِـكَ رَبِّ اَنْ يَّـحْـضُـرُوْنِ ۝ *(সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৯৭-৯৮)*

উচ্চারণ ঃ রাব্বি আ‘উযুবিকা মিন্ হামাযা-তিশ্ শায়া-ত্বীন। ওয়া আ‘উযুবিকা রাব্বি আইঁ-ইয়াহ্‌দুরূন।

***অর্থ :** হে আমার প্রতিপালক! শয়তানের প্ররোচনা হতে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।*

‘হে আমার প্রতিপালক! তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে।’

Rabbi a'oozu bika min hamajaatish shayaateeni wa a'oozubika Rabbi ayyahduroon.

(And Say) : "My Lord! I seek refuge with You from the whisperings (suggestions) of the Shayatin.

“And I seek refuge with You, My Lord! lest they should come near me.”

(Surah Muminun, Ayat : 97-78)

طَلَـبُ الْـعِـلْـمِ فَـرِيْـضَـةٌ عَـلـى كُـلِّ مُـسْـلِـمٍ ۝

উচ্চারণ : ত্বলাবুল ’ইলমি ফারিদাতুন আ‘লা কুল্লি মুসলিমিন।

অর্থ : প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim. (male and female)

Some very important supplications in the verses of the Holy Quran;
পবিত্র কুরআনের আয়াতে অতি গুরুত্বপূর্ণ দো'আসমূহ

নিজের জন্য দো'আ
For one's ownself

رَبَّـنَـا اتِـنَـا فِـى الـدُّنْـيَـا حَـسَـنَــةً وَّفِــىْ الاخِــرَةِ حَـسَـنَــةً

وَّقِـنَـا عَـذَابَ الـنَّـارِ ○ *(সূরা বাকারা, আয়াত : ২০১)*

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা--- আ-তিনা- ফিদ্ দুন্ইয়া- হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান্ না-র।

অর্থ ঃ *হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও আমাদের কল্যাণ দাও। আর আমাদের দোযখের আগুন (শাস্তি) হতে রক্ষা কর।*

Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa azaaban naar..

"Our Lord! Give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire!"

(Surah Bakarah, Ayat : 201)

প্রেক্ষাপট : পূর্ববর্তী ২০০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

"যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে। বরং তা হতেও অনেক বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর। মানুষের মধ্যে যারা বলে, "হে আমাদের রব! এই পৃথিবীতে আমাদেরকে সবকিছু দান কর। বস্তুত এই ধরণের লোকদের জন্য পরকালের কোন অংশই প্রাপ্য হতে পারে না।"

২০১ নং আয়াতের প্রার্থনায় প্রকৃত মুমিনের পরিচয় বিবৃত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : প্রাচীন আরবগণ হজ্জ কার্য সম্পাদন করার সময় মিনায় ষভার আয়োজন করত। তাদের প্রত্যেক লোকেরাই কথা বিকৃত করত এবং নিজেদের অতীত নিয়ে গর্ব করে বেড়াত। এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, এইসব জাহেলী কথাবার্তা পরিত্যাগ কর; এবং পূর্বে অযথা ও অপ্রয়োজনীয় কাজে সে সময় অপব্যয় করছিলে, এখন তা আল্লাহর স্মরণে ব্যয় কর।

বিনীত ভাব প্রকাশের জন্য

For Begging Humbly

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا سكته وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ৬ *(সূরা আরাফ, আয়াত : ২৩)*

উচ্চারণ : রাব্বানা- যালাম্না--- আন্ফুসানা- ওয়া ইল্লাম তাগ্ফির্ লানা- ওয়া তার্হাম্না-লানাকূনান্না মিনাল খা-সিরীন।

অর্থ : *হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।*

Rabbana Zalamnaa 'anfusanaa wa illam taghfir lana wa tarhamnaa lana koonnaanna minal khaasireen.

"Our Lord we have wronged ourselves : If You forgive us not, and bestow not upon us Your mercy, we shall certainly be of the losers." (Surah Araf, Ayat : 23)

প্রেক্ষাপট : শয়তানের প্ররোচনায় হযরত আদম ও হাওয়ার যে পদস্খলন ঘটেছিল এবং তাঁদের অনুতপ্ত হৃদয়ের আর্তি এ প্রার্থনায় এসেছে।

সূরা আরাফের ৩৬ থেকে ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'তখন আদম তাঁর রব- এর নিকট হতে কয়েকটি বাক্য শিখে নেন এবং তওবা করেন। তাঁর রব তাঁর এই তওবা কবুল করলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।'

শিক্ষণীয় : মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তান। মানুষের মনে নিরন্তর বিভ্রান্তি, প্রলোভন ও লালসা সৃষ্টি করার জন্য শয়তান সচেষ্ট থাকে। মানুষের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব শয়তানের প্রভাবমুক্ত থাকা।

যারা শয়তানকে (শয়তানী কার্যকলাপ) বন্ধু মনে করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তারাই হয় নাফরমানীর স্বীকার। হযরত আদম (আঃ) নিজেদের ত্রুটি বুঝতে পেরেই আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলেন। অন্যদিকে অপরাধ মার্জনার ভাষা তাঁদের জানা ছিল না। আল্লাহ ক্ষমাশীল তিনি প্রার্থনার ভাষা শিখিয়ে দিলেন এবং তাদের তওবা কবুল করেন।

কাজ পূর্ণ হওয়ার জন্য দো'আ

Dua for acceptance of a good deed.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِمُ ۚ وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۚ

(সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৭-১২৮)

উচ্চারণ : রাব্বানা- তাক্বাব্বাল মিন্না; ইন্নাকা আনতাস্ সামী'উল 'আলীম। ওয়াতুব্ 'আলাইনা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়্যা-বুর রাহীম।

***অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজকে তুমি কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমিতো অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।*

Rabbanaa taqabbal minna, innaka antas samee'ul 'aleem. Wa-tub 'alaynaa innaka antat tawaabur Raheem.

" Our Lord! Accept (this service) from us. Verily! You are the All-Hearer, the All-Knower." (Surah Baqarah, Ayat : 128-129)

প্রেক্ষাপট : কাবাঘরের প্রাচীর নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আঃ) উভয়েই মহান রবের কাছে এই দোয়া করেছিলেন।

কাবাঘরের প্রাচীর নির্মাণের উদ্দেশ্য কি ছিল তার উত্তর আমরা পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে জানতে পারি। যেমন : ১২৮ নং আয়াতে প্রার্থনা ছিল–

'হে রব! আমাদের উভয়কেই তোমার আজ্ঞাবহ বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ হতে এমন একটি জাতির উত্থান কর, যারা তোমার অনুগত হবে। তুমি আমাদেরকে তোমার ইবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা কর। তুমিতো নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল।"

১২৯ নং আয়াতটি পর্যবেক্ষণ করলে আল্লাহর পরিকল্পনাটি আমাদের কাছে সহজ হয়।

"হে রব! এই জাতির মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষা দান করবেন এবং বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলবেন। তুমি নিশ্চয়ই বড় শক্তিমান ও মহাবিজ্ঞ।"

পরবর্তীতে আল্লাহ্ হযরত মোহাম্মদকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেন এবং পবিত্র কোরআন-এর মাধ্যমে সেই নির্দেশনা দিলেন।

বিশ্বাসীদের জন্য দো'আ

Dua for the Believers

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ؕ (সূরা ইব্রাহিম, আয়াত : ৪০)

উচ্চারণ ঃ রাব্বিজ্ ‘আল্‌নী মুক্বীমাস সালা-তি ওয়া মিন্ যুররিয়্যাতী, রাব্বানা- ওয়া তাক্বাব্বাল দু‘আ---- ।

অর্থ : *হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। প্রভু হে! আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর।*

Rabbij, alnee muqeemas salati wa min zurriyyatee Rabbanaa wa taqabbal duaaa.

" O my Lord! Make me one who performs As-Salat (Iqamat-as-Salat), and (also) from my offspring, Our Lord! And accept my prayer.

(Surah Ibrahim, Ayat : 40)

প্রেক্ষাপট : হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই মাগফিরাতের দো‘আয় নিজের পিতাকে শরীক করেছিলেন। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যাবার সময় এই বলে ওয়াদা করেছিলেন, আমি আমার রবের নিকট আপনার জন্য অবশ্যই মাগফিরাতের দো‘আ করব, যদিও তাঁর পিতা আল্লাহর নাফরমানীতে জড়িত ছিল।

সূরা আত তাওবার ১১৩-১১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, নবী এবং ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভা পায় না যে, তাঁরা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দো‘আ করবে। তারা তাদের আত্মীয় স্বজনই হোকনা কেন; যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত।

১১৪নং আয়াতে ইবরাহীম তাঁর পিতার জন্য যে, মাগফিরাতের দো‘আ করেছিলেন, তা ছিল সেই ওয়াদার কারণে যা তিনি তাঁর পিতার নিকট করেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁর পিতা আল্লাদ্রোহী, তখন তিনি তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম ছিলেন নম্র হৃদয়, আল্লাহ ভীরু ও পরম ধৈর্যশীল।

বি. দ্র. কোন ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বিশেষ অর্থ দাড়ায় এই যে, প্রথমত তার প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তার অপরাধকে ক্ষমার যোগ্য মনে করা। এ দুটি কথা সে সব ব্যক্তির বেলাতেই সত্য ও সঠিক যারা আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মধ্যে রয়েছে এবং কিছু গুনাহর মধ্যেও রয়েছে।

কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্য আল্লাদ্রোহী, তার প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ও তার অপরাধকে ক্ষমার যোগ্য মনে করা আল্লাহর প্রতি অনুগত্যের বৈপরীত্য নীতিই প্রকাশ পায়।

তবে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ এই কথা বলেননি যে, মুশরিকদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করো না বরং বলেছেন; তোমাদের পক্ষে শোভা পায় না। অন্যদিকে বৈষয়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার হক আদায় করাও নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

তবে, এই দো'আটি প্রত্যেক মুসলমানেরই সবসময় করা উচিত।

স্বামী-স্ত্রীর ও সন্তানের জন্য দো'আ

For spouse and children

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۰ *(সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭৪)*

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা- হাব্ লানা- মিন্ আয্ওয়াজ্বিনা- ওয়া যুররিইয়্যা-তিনা- ক্বুর্‌রাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ্ব'আল্‌না- লিল্ মুত্তাক্বিনা ইমা-মা-।

অর্থ : *হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন সাথী (স্বামী বা স্ত্রী) এবং সন্তান-সন্তুতি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।*

Rabbanaa hablanaa min azwaajeena wa zurriyyaatinaa qurrata a'yuniew waz 'alna lilmuttaqeena imamaa.

"Our Lord! Bestow on us from our wives and our offspring the comfort of our eyes, and make us leaders of the Muttaqu'n (the pious)"

(Surah Furqa'n, Ayat : 74)

প্রেক্ষাপট : এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন মক্কার মুসলমানদের প্রায় সব আত্মীয়-স্বজনই কুফর ও জাহিলিয়াতের মধ্যে ডুবেছিল।

যেমন, স্বামী ঈমান এনেছে স্ত্রী কাফিরই রয়ে গেছে। পিতা ঈমান এনেছে সন্তান কাফিরই রয়ে গেছে।

এই অবস্থায় প্রকৃত মুসলমানরা একটা মানসিক কষ্টের মধ্যে ছিল। তখন তাদের অন্তর থেকে সেই দো'আই ধ্বনিত হয়েছে। যা এই আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : পৃথিবীতে যারা সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও আপনজন, তাদেরকে দোযখের ইন্দন হতে দেখলে মুমিনের অন্তর যতটা কাতর হয় ততটা অন্য কিছুতে নয়। তাই একজন মুমিন, স্ত্রী-পুত্রের রূপ সৌন্দর্যে আরাম-আয়েশে মুগ্ধ হয় না। খুশী হয় তাদের নেক চরিত্র ও ভালো স্বভাব দেখে।

পিতা-মাতার জন্য দো'আ

For the parents

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ؁ *(সূরা বানী ইসরাইল, আয়াত : ২৪)*

উচ্চারণ ঃ রাব্বির্ হা'ম্হুমা- কামা- রব্বাইয়া-নী ছাগীরা- ।

অর্থ : *হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের উভয়ের (পিতা-মাতার) প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।*

'Rabbir hamhumaa kamaa rabba yaanee saghiraa.'

"My lord! Bestow on them Your Mercy as they did bring me up when I was young. (Surah Bani Israil : Ayat : 24)

প্রেক্ষাপট : এই সূরায় ২২ থেকে ৩৭ নম্বর আয়াতসমূহে মুমিনদের সতর্ক থাকার জন্য আল্লাহ কতিপয় নির্দেশ দান করেছেন। এর মধ্যে ২৩ ও ২৪নং আয়াতে বিশেষ ভাবে পিতার মাতার প্রতি দায়িত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশ রয়েছে। ২৪ নং আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ– 'বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে, আর এই দো'আ করবে, হে রব! তাদের প্রতি রহম কর।'

শিক্ষণীয় : পিতা-মাতা মুশরিক হলেও তাদের সাথে উক্ত ব্যবহার বাঞ্চনীয়। তবে তারা যদি শিরকের আদেশ করে বা এমন আদেশ করে যার সাথে শিরক মিশ্রিত তা ব্যতীত।

শান্তি ও সাফল্যের দো'আ

Dua for Peace and Prosperity

رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ؁ وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الاٰخِرِيْنَ ؁ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ؁ *(সূরা শু'আরা, আয়াত : ৮৩-৮৫)*

উচ্চারণ : রাব্বি হাব্‌লী হুক্‌মাও ওয়া আল্‌হিক্বনি বিস্‌সা-লিহীন। ওয়াজ 'আল্‌লি লিসা-না-সিদ্‌কীন ফীল্ আ-খিরীন। ওয়াজ'আলনী মিওঁ ওয়ারাছাতি জান্নাতিন্ না'ঈম।

অর্থ : *হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর, এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল কর। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।*

Rabbi Hab lee hukman waal hiqnee biassaliheen. Waij aaal lee lisana sidqin fee al-akhireena. Waij aaal nee min warathati jannati nnaaa eemi.

My Lord! Bestow Hukum (religious knowledge, right judgement of the affairs and Prophethood) on me, and join me with the righteous.

(Surah Shuara : 83-85)

And grant me an honorable mention in later generations.

And make me one of the inheritors of the Paradise of Delight.

প্রেক্ষাপট : ইবরাহীম (আঃ) মুশরিক ছিলেন না, তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামই ছিল শিরকের বিরুদ্ধে এবং এই লড়াই এর কারণে তাঁকে তাঁর পিতা, পরিবার, জাতি, স্বদেশ সবকিছু পরিত্যাগ করে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ও হিজাযে প্রবাসী জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

নবুয়্যত আল্লাহ প্রদত্ত একটি ক্ষমতা ও দায়িত্ব। ইবরাহীম (আঃ-এর দো'আও ছিল প্রায় অন্যসব নবীদের দো'আর মত। তিনিও আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, যার বিষয়বস্তু ছিল, অর্থাৎ দুনিয়ায় আমাকে আদর্শ ও নেক লোকদের দ্বারা গঠিত সমাজ দাও এবং পরকালে আমাকে নেক লোকদের সাথে হাশরের ময়দানে উপস্থিত কর।

আর এই ভাবেই প্রত্যেক মুমিনের নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা প্রয়োজন।

ঈমান রক্ষার জন্য দো'আ

For safe guarding Iman

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الوَهَّابُ ۸ *(সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৮)*

উচ্চারণ : রাব্বানা- লা- তুযিগ্ কুলূবানা- বা'দা ইয্ হাদায়তানা- ওয়া হাব্লানা- মিল্লাদুন্কা রাহমাহ্ ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হা-ব।

***অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ-প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘন বা বক্র করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।*

Rabbanaa laa tujigh qulubanaa ba'da iz hadaytanaa wa hablanaa mil ladunka rahmah, innaka Antal wah-haab.

"Our Lord! Let not our hearts deviate (from the truth) after You have guided us, and grant us mercy from You. Truly, You are the Bestower."

(Surah Al-Imran, Ayat : 8)

প্রেক্ষাপট : ৭নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

"তিনি (আল্লাহ) যিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবে দুই প্রকারের আয়াত রয়েছে। প্রথমতঃ 'মুহকামাত' যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ। আর দ্বিতীয়ঃ 'মুতাশাবিহাত' (আয়াত)। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফিৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই মুতাশাবিহাত (আয়াত)-এর পেছনে লেগে থাকে এবং এর অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এটা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের পতিপালকের কাছ থেকে আগত; এবং জ্ঞানীরা ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"

শিক্ষণীয় ঃ অতএব, সে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানী হবে এবং কোরআন অনুশীলন করবে, হৃদয়ে ধারণ করবে, তাদের পক্ষে 'মুহকামাত' আয়াতেই তার জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব খুঁজে পাবে। অন্যদিকে যারা মুতাশাবিহাত আয়াত নিয়েই এতে বিতর্কে লিপ্ত হয় নিজেদের জীবনকে গোমরাহীর পথে ঠেলে দেয় এবং নিজেদের কার্য হাসিল করে তারাই ফেৎনাকারী। অন্যদিকে প্রকৃত ঈমানদার বান্দারাই ৮নং আয়াতটি পাঠ করে আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য।

ক্ষমার জন্য দো'আ

For Forgiveness

رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الاَبْرَار ঃ *(সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৯৩)*

উচ্চারণ : রাব্বানা- ফাগ্‌ফির্‌লানা- যুনূবানা- ওয়া কাফ্‌ফির 'আন্না- সাইয়্যি আ-তিনা- ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা- মা'আল আব্‌রা-র।

অর্থ : *হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়নদের সহগামী করে মৃত্যু দিও।*

Rabbanaa faghfirlanaa zuunuubanaa wa kaffir 'annaa sayyi aatinaa wa tawaffanaa ma'all abrar.

"Our Lord! Forgive us our sins, blot out from us our evil deeds, and make us die in the company of the righteous." (Surah Al-Imran, Ayat : 193)

প্রেক্ষাপট : ১৯০ থেকে **১৯২** নং আয়াতের বিষয়বস্তু।

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এই আকাশ ও পৃথিবী এবং রাত দিনের আবর্তনে সব বুদ্ধিমান লোকদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। তারা দিবা-রাত্রির প্রতিটি সময় সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, সব সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে। আর তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে ওঠে 'হে রব! তুমি অনর্থক এসব সৃষ্টি করনি। অতএব সমস্ত গ্লানি, শাস্তি ও অসম্মান থেকে আমাদের রক্ষা কর।'

শিক্ষণীয় : পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলীর প্রতিটি জিনিস আল্লাহ মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন তার ব্যবহার পদ্ধতি। নিজ খেয়াল খুশীমত চললে সে অবশ্যই গাফেলদের বা সীমালংঘনকারীদের তালিকায় পতিত হবে। মন্দ কাজ যেন আমাদের গাফেল না করে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

غُـفْـرَانَـكَ رَبَّـنَـا وَاِلَـيْـكَ الْـمَـصِـيْـرُ ঃ *(সূরা বাকারা : ২৮৫)*

উচ্চারণ : গুফ্রা-নাকা রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ : *আমাদের রব! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।*

Gufraanaka Raabbanaa waa ieelikaa almaseer.

(We seek) Your forgiveness, our Lord, and to You is the return (of all).

(Surah Bakara, Ayat : 285)

পেক্ষাপট : ২৮৫ নং আয়াতের বক্তব্য– যারা রাসূল প্রদর্শিত পথনির্দেশকে বিশ্বাস করেছে যা আল্লাহর নিকট হতে নাযিল হয়েছে। আর যারা ঈমানদার তারাও হিদায়েত কে অন্তর দিয়ে মেনে চলেছে। তারা সকলেই আল্লাহর ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব, এবং রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং আল্লাহর আদেশ এবং রাসূলের দিকনির্দেশনাকে পার্থক্য করে না তারাই প্রার্থনা করে; গুনাহ্ মাফের জন্য।

শিক্ষণীয় : প্রকৃত মুমিন মাত্রই শঙ্কিত থাকে যেন, সে সীমালজ্ঞনকারী না হয়। অথচ এরা প্রস্তুত নিজেদেরকে কোরআনের নির্দেশিত পথে চলার। একদিকে আল্লাহর ক্ষমা লাভের প্রত্যাশা অন্যদিকে শাস্তির ভয় মুমিনদের সর্বদাই উৎকণ্ঠিত রাখে।

رَبِّ اغْـفِـرْ وَارْحَـمْ وَاَنْـتَ خَـيْـرُ الرَّحِـمِـيْـنَ ঃ *(সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১১৮)*

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগ্ফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তা খাইরুর্ রা-হিমীন।

অর্থ ঃ *হে আমার রব! মাফ কর, রহম কর, তুমি সব দয়াবানের চেয়ে অতি উত্তম দয়াবান।*

Rabbi ighfir wairham waanta khayru arra-himeena.

My Lord! Forgive and have mercy, for You are the Best of those who show mercy. (Surah Muminun, Ayat : 118)

প্রেক্ষাপট : **১১৫**নং আয়াত থেকে **১১৭** নং আয়াতের বিষয়বস্তুঃ আল্লাহ বলছেন, তোমরা কি মনে করেছ নিছক খেয়াল-খুশির বশে তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হয়েছে যার কোন ফল নেই? আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ, সমুচ্চ, তাঁর প্রভুত্বের ব্যাপারে তাঁর সাথে কোন শরীক হতে পারে না। যে লোক আল্লাহর সংগে অপর কোন মাবুদকে ডাকবে, তার কাছে এর কোন দলীল (যুক্তি) নেই। এ সব কিছুর হিসাব আল্লাহর কাছে রয়েছে। কারা কল্যাণের পথে রয়েছে আর কারা কুফরীর পথে তার সবকিছুই আল্লাহ জানেন। আর এই ধরনের কাফিররা (অবিশ্বাসীরা) কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। **১১৮** নং আয়াতের শুরুতে "ওয়া কুল" (তুমি বল) যা রাসূলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

শিক্ষণীয় : যখন এই দোয়াটি আমরা পড়ব সতর্ক থাকতে হবে সেই সব বিষয় হতে যাতে কোন ধরণের কুফরী বা শিরকের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ি। সেই সাথে শিরকের বিষয়গুলো আমাদের জেনে নেয়া প্রয়োজন।

বি. দ্র. ' তার জন্যই এই কাজটি আমার হয়েছে। না বলে বলা উচিত 'আল্লাহর অনুগ্রহে সে কাজটি করেছে।'

মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা
Forgiveness for Muslim Ummah

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

(সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪১)

উচ্চারণ: রাব্বানাগ্ ফিরলী ওয়া লিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল্ হিসা-ব্।

অর্থ : *'হে আমার প্রতিপালক! যেই দিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করো।' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪১)*

Rabbana agfirlee walewa lethaeyya wa walilmomeneena yaoma yaqoomu ulhisab.

Our Lord! Forgive me and my parents, and all the believers on the Day when the reckoning will be established. (Surah Ibrahim, Ayat : 41)

প্রেক্ষাপট : এই প্রার্থনাটি ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন।

৩৮-৩৯-৪০নং আয়াতের বিষয়বস্তু :

ইবরাহীম (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ তুমি সব জান যা আমরা গোপন করি আর প্রকাশ করি। কোন কিছুই তোমার কাছে গোপন নেই যা জমিনে আর আসমানে আছে। তিনি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছেন বার্ধক্যে সন্তান লাভের জন্য। বিশ্বাসী হৃদয়ে তিনি বলছেন রব! অবশ্যই দোয়া শ্রবণ করেন। তিনি আরও বলছেন আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং আমার সন্তানদের মধ্য হতে। ৪১ নং আয়াতে বলেন, প্রভু! পিতা-মাতা আর ঈমানদার লোকদের মাফ কর যেদিন হিসাব গ্রহণ করা হবে।

বি. দ্র. ইবরাহীম (আঃ) স্বদেশ ত্যাগ করে যাবার সময় ওয়াদা করেন, "আমি আমার রব এর কাছে (পিতা-মাতা) আপনার জন্য অবশ্যই মাগফিরাতের জন্য দো'আ করব।" কিন্তু পরে যখন তিনি বুঝতে পারলেন, যে, পিতাতো আল্লাহর দুশমন, তখন তিনি সম্পর্ক ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

সূরা তাওবা– **১১৪**নং আয়াতে যা বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহদ্রোহীদের জন্য দো'আ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

শিক্ষণীয় : সব মুসলিমদের অবশ্যই নিজের জন্য সন্তানের জন্য, পিতা-মাতার জন্য দো'আ করা কর্তব্য।

বি. দ্র. অবাধ্য সন্তানের জন্য দো'আ করাও একটি উত্তম 'সাদাকা।'

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো'আ

Dua for increasing knowledge

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ۙ وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ ۙ وَاحْلُلْ عُقْدَةً

مِّنْ لِّسَانِىْ ۙ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ۙ *(সূরা ত্বা-হা : ২৫-২৮)*

উচ্চারণ : রাব্বিশ্ রাহলী ছাদরী, ওয় ইয়াস্‌সির্‌লী আমরী, ওয়াহ্‌লুল উক্‌দাতাম মিল লিসানী ইয়াফ্‌কাহু কাওলী।

অর্থ : *হে প্রতিপালক! আমার বক্ষ (সাহস) প্রশস্ত করে দিন। আর আমার এই (প্রচারের) কাজটি আমার জন্য সহজ করে দিন। আর জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন– যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।*

Rabbish rahlie sadree wa yeaasir lee aaamree wahlool uqdatam min leesanee yafqahoo qawlee.

"O my Lord! Open for me my chest (grant me self-confidence, contentment and boldness). And ease my task for me; And loose the knot (the defect) from my tongue, (i.e. remove the incorrectness from my speech) That they understand my speech." (Surah Ta-Ha, Ayat : 25-28)

প্রেক্ষাপট : আল্লাহ্ তা'আলা সর্বকালের নবী-রাসূলগণকে আকার-আকৃতি, রূপ-চেহারা ও ব্যক্তিত্ব যোগ্যতার দিক দিয়ে সর্বত্তম করে বানিয়েছেন। তাঁদের ভেতর ও বাহির সর্বদিকেই সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা এমন কোন ব্যক্তিকে ত্রুটিযুক্ত করে নবী করেননি। যিনি কিনা প্রচারের ক্ষেত্রে অসম্মানিত হন। এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। ফেরাউনের রাজত্বের ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছিল। অন্যদিকে মৌখিক জড়তার কারণে তাঁর মনেও শঙ্কা জাগে যে, কী ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছাবে।

সেই শক্তি, সাহস, জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্যই আল্লাহর কাছে তার এই প্রার্থনা।

বি. দ্র. ফেরাউন মূসা (আঃ)-কে বিদ্রূপ করে বলেছিল– 'এই লোকটি তো নিজের কথাও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে পারে না।' (যুখরুফ, ৫২নং আয়াত)

শিক্ষণীয় : আল্লাহর হুকুমকে পালন করতে হলে যে কোন প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার সাহস থাকা জরুরী। আর সব প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করা আরো জরুরী।

মূসা (আঃ) নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহর কাছে তাঁর ভাই হারুনের জন্যেও প্রার্থনা করেন।

'হে প্রভু! আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে অধিক স্পষ্ট বক্তা। অতএব তাঁকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে তৈরি করে দাও। (সূরা কাসাস : ৩৪)

رَبِّ زِدْنِـىْ عِـلْـمًـا ৯ *(সূরা ত্বা-হা : ১১৪)*

উচ্চারণ : রাব্বি যিদ্‌নী 'ইলমা।

অর্থ : *হে প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।*

Rabbi zidni 'ilma.

"My Lord! Increase me in knowledge." (Surah Ta-Ha, Ayat : 114)

প্রেক্ষাপট : এই আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ রাসূলকে বলছেন, "সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ মহান। আপনার প্রতি ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।"

নবী করিম (সাঃ) ওহির পয়গাম গ্রহণ করার সময় তা স্মরণ ও মুখস্থ করার জন্য বারবার পড়ার চেষ্টা করছিলেন। এই চেষ্টার কারণে তাঁর মনযোগে বিঘ্ন ঘটে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক নিয়ম ও পন্থা বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঠিক এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় সূরা 'কিয়ামাহ' নাযিল হওয়ার সময়।

এখানেও আল্লাহ তাঁকে সতর্ক করে বলেন, 'বাক্য মুখস্থ করার জন্য তাড়াহুড়া করতে যেয়ে আপনার জিহ্বাকে বারবার নাড়াচাড়া করবেন না। মুখস্থ করিয়ে দেয়া আর পড়িয়ে দেয়া আমার কাজ। অতএব যখন আয়াত শোনাতে থাকি তখন খুব মনযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করুন এবং এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমার কাজ।'

শিক্ষণীয় : পবিত্র কোরআনের বাণী গ্রহণ করা একটি মহা গুরু দায়িত্বভার। আর তা গ্রহণ ও ধারণ করা খুব সহজ নয় বলেই রাসূল (সাঃ)-এর হৃদয়ে পেরেশানী ছিল।

প্রতি মুসলিম হৃদয়ে এমন ভাবটি জাগ্রত হওয়া উচিত।

কঠিন রোগ মুক্তির দো'আ

For Recovery from Serious Illness

رَبِّ اَنِّـىْ مَـسَّنِـىَ الـضُّـرُّ وَاَنْـتَ اَرْحَـمُ الـرّحِـمِـيْـنَ ◌

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৩)

উচ্চারণ : রাব্বি আন্নি মাস্‌সানিয়াদ্ব দ্বুর্‌রু ওয়া আন্‌তা আরহামুর্‌ রা-হীমিন।

অর্থ : আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি তুমিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৩)

Rabbi annee massanee adduroo wa anta ar hamr rahimeen.

"Verily, distress has seized me, and You are the Most Merciful of all those who show mercy." (Surah Anbiya, Ayat : 83)

প্রেক্ষাপট : প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশী মজবুত; তার বিপদ এবং পরীক্ষা তত অধিক হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আইয়্যুব (আঃ) কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন। হযরত আইয়্যুব (আঃ) পার্থিব ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারিরীক ব্যধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে দীর্ঘ কয়েক বছর পড়ে থাকেন। একমাত্র স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফই ছিলেন তাঁর পাশে। তাঁর এই আকুতি বেসবরী ছিল না। খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায় তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কথা তুলে ধরেছেন।

কুষ্ঠের ন্যায় দুরারোগ্য ব্যাধিতেও তার জিহ্বা ও অন্তর সচল ছিল আল্লাহর স্মরণে। আল্লাহ তাঁর দো'আ কবুল করলেন, পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করার আদেশ দিলে, সেখানে ঝর্ণার উৎপত্তি হয়। ঐ পানি দ্বারা গোসল করে তিনি রোগমুক্ত হন। যার বিবরণ আমরা পাই সূরা সাদের চতুর্থ রুকুতে।

শিক্ষণীয় : বিপদে অবিচল থাকা ও ধৈর্যের সাথে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করাই প্রতিটি মুমিনের কাজ।

রোগ মুক্তির জন্য দো'আ

For Recovery from Illness

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ *(সূরা তাওবা, আয়াত : ১৪)*

উচ্চারণ : ওয়া য়াশ্‌ফি ছুদূরা ক্বাওমিম্ মু'মিনীন্।

***অর্থ :** আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অন্তরকে রোগমুক্ত করেন।*

Wa yashfi sudoora qawmin mumineen.

O, Lord, Heal the hearts (of Believers of a believing people).

(Surah Taubah, Ayat : 14)

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

(সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৭)

উচ্চারণ : ওয়া শিফা----উল্‌লিমা- ফিস্‌সুদূর ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহমাতুল্ লিলমু'মিনীন।

***অর্থ :** এবং অন্তরের রোগসমূহের প্রতিষেধক মু'মিনদের জন্য।*

Washi faoon lima fee assudoor wa hudao wa Rahmatul lil m'umineen.

"And a healing for that (disease of ignorance, doubt hypocrisy and differences) which is in your breasts,- a guidance and mercy.

(Surah Yunus, Ayat : 57)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

(সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৮২)

উচ্চারণ : ওয়া নুনায্‌যিলু মিনাল্ কুরআ-নি মা-হুওয়া শিফা----উওঁ ওয়া রাহমাতুল্ লিল মু'মিনীন।

***অর্থ :** কোরআনে আমি এমন বিষয় নাযিল করেছি যা মু'মিনদের জন্য রোগমুক্তি ও রহমত।*

Wanunazzzilu mina al qur-ani ma huwa shifaon warahmtun lil mumineena.

We send down (stage by stage) of the Qur'an that which is a healing and a mercy to those who believe. (Surah Bani-Israil, Ayat : 82)

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۙ *(সূরা শু'আরা : ৮০)*

উচ্চারণ : ওয়া ইযা- মারিদ্বতু ফাহুয়া ইয়াশ্‌ফীন।

অর্থ : যখন আমি অসুস্থ হই। তখন আল্লাহ আমাকে আরোগ্য করেন।

Wa-iza maridtu fahuwa yashfeen.

When I am ill, it is He Who (Allah) cures me.

(Thus we can pray 'O' Our Lord, when I am ill it is only You Who cures me)

এই আয়াতসমূহ কোরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহিত। যার ভেতরে শেফা শব্দটি রয়েছে। যার কারণে উক্ত আয়াতগুলো আয়াত-এ শেফা বলা হয়।

রোগ নিরাময়ের জন্য এই আয়াতসমূহ ফলপ্রসু।

সাহায্যের জন্য দো'আ

For help and support

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ৬ *(আল ইমরান, আয়াত : ১৭৩)*

উচ্চারণ ঃ হাসবুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।

অর্থ : *আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ/উত্তম।*

Hasbunallahi wa ni'maal-wakil.

Allah is Sufficient for us,and He is the Best Disposer of affairs (for us).

(Surah Al-Imran, Ayat : 173)

نِعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيْرُ ৬ *(সূরা আনফাল, আয়াত : ৪০)*

উচ্চারণ : নিঅমা'ল্ মাওলা- ওয়া নি'মান্ নাছীর।

অর্থ : কত উত্তম সাহায্য কারী।

Neamaal mawal wa niaamaa nnasceer.

(Allah is) The Best to Protect and the Best to Help. (Surah Anfal, Ayat : 40)

প্রেক্ষাপট : পূর্বের ১৭২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'যারা আহত হওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা প্রকৃত পূণ্যশীল, নেক্‌কার ও পরহেযগার তাদের জন্য অত্যাধিক সুফল রয়েছে।'

১৭৩ নং আয়াত– আর যাদেরকে লোকেরা বলল, "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে তাদেরকে ভয় কর' তখন তা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল এবং উত্তরে তারা বলল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ এবং তিনি সর্বত্তম কর্মসম্পাদনকারী।

বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতি লগ্নে কুরাইশদের ষরযন্ত্রে এবং তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী সাজানোর নাটকীয় কৌশলে প্রকৃত মুমিনগণ মোটেই ভীত না হয়ে ঈমানী শক্তিতে আল্লাহর ওপর ভরসা করেছিলেন।

শিক্ষণীয় : যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং বুদ্ধি বিবেচনাকে কাজে লাগানো মুমিনদের কর্তব্য।

حَسْبِىَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ঃ *(সূরা তাওবা, আয়াত : ১২৯)*

উচ্চারণ ঃ হাসবিয়াল্লা-হু লা- ইলা- হা ইল্লা-হুয়া; 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুওয়া রাব্বুল 'আরশিল্ 'আজ্বী-ম।

অর্থ : *আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।*

Hasbialla-hu- La ilaha illa-Hua Alyhi twakkaltu wa hua Rabbul Aarshil Azeem.

"Allsh is sufficient for me. La ilaha illa Huwa (none has the right to be worship but He) in Him I put my trust and He is the Lord of the Mighty throne"

পেক্ষাপট– ১২৮ নং আয়াত অবশ্যই তোমাদের মধ্যে হতেই তোমাদের কাছে এসেছে একজন রাসূল তোমাদেরকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত করে তা তাঁর জন্য কষ্টকর সে তোমাদের কল্যাণ কামনাকারী, মুমিনদের জন্য সে পরম দয়ালু।

১২৯নং আয়াতে পূর্ণ বক্তব্য– এ সত্ত্বেও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি (রাসূল) বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তিনি মহা 'আরশের অধিপতি।

বি. দ্র : যখনি কোন সূরা নাযিল হত রাসূল সমাবেশ ডেকে সদ্য নাযিল হওয়া সূরাটিকে একটি ভাষণ হিসেবে শোনাতেন। তখন ঈমানদার লোকেরা পূর্ণ আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহকারে এই ভাষণ

হৃদয়ে ধারণ করত। মুনাফিকদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত থাকত এবং দ্রুত পালিয়ে যাবার পায়তারা করত। আবার এমন কোন বছর যায়নি যখন ঈমানের দাবি কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় যাচাই বাছাই হয়নি। আর এতেই ধরা পড়ে সব কৃত্রিমতার, কারা মুত্তাকি আর কারা মোনাফিক।

শিক্ষণীয়– প্রতিটি মুসলিমের মনেই এই বিশ্বাস থাকা চাই। "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট" আর এটা কোন মৌখিক স্বীকৃতিই নয় ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক কাজ দ্বারাই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব।

চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির দো'আ

For increasing eye power

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۝ (সূরা কাফ: ২২)

উচ্চারণ : ফাকাশাফ্না- আন্কা গ্বিতা----আকা ফাবাছারুকাল্ ইয়াওমা হাদীদ্।

অর্থ : *এখন আমি তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি; আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।*

Fakashafna aaanka ghitaaka fabasarukal yawma hadeed.

"Now we have removed from you your covering, and sharp is your sight this Day!

N. B. Therefore, we can pray : 'O, Allah, remove the covering from my eyes and make my eyesight sharper. (Surah Qaaf, Ayat : 22)

প্রেক্ষাপট : ১৬ নং আয়াত থেকে ২১নং পর্যন্ত আয়াতে আমরা দেখতে পাই আল্লাহর প্রত্যয় দিপ্ত বাক্যের কথা 'আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার মনের ভেতরের সব খারাপ চিন্তার কথাও তিনি জানেন। আল্লাহ মানুষের গ্রীবার ধমনী থেকেও নিকটবর্তী। দু'জন ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশে সকল কাজের (ভালো-মন্দ) সবই লিখে চলেছেন এবং যে কথাই মানুষ উচ্চারণ করে তারা তা লিখে ফেলে। মানুষ যতই ভুলে থাকেনা কেন মৃত্যু যন্ত্রনা আসবেই। প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে আল্লাহর সম্মুখে তার কাজের সাক্ষী ও চালক নিয়ে। আর সেই দিন আল্লাহ তার চোখের সম্মুখ থেকে সব পর্দা সরিয়ে দেবেন। তখন মানুষের দৃষ্টি হবে প্রখর সে দেখতে পাবে তার পেছনের ফেলে আসা সমস্ত কর্ম (ভালো-মন্দ) যা সে করেছিল।

শিক্ষণীয় : চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির জন্য যখন আমরা এই দো'আটি পড়ব তখন অন্তরে এই ভাব রাখব যে, স্বচ্ছ দৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা যেন সমস্ত পবিত্রতাকে ধারণ করে আল্লাহকে সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা
For Allah's Mercy

اِنَّـه هُـوَ الْـبَـرُّ الرَّحِـيْـمُ ۝ *(সূরা তূর : ২৮)*

উচ্চারণ : ইন্নাহূ হুওয়াল্ বার্‌রুর রাহীম।

অর্থ : *তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।*

Innahu huwa albarru rraheemu.

Verily, He is the Most Kind, the Most Merciful. (Surah Tur, Ayat : 28)

('O' my Lord! You are the most Kind, the Most Merciful).

আত্মসমর্পণের দো'আ
Complete Submission towards Allah.

وَاُفَـوِّضُ اَمْـرِىْ اِلَـى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بَـصِـيْـرٌ ۢ بِـالْـعِـبَـادِ ۝

(সূরা মুমিন, আয়াত : ৪৪)

উচ্চারণ : ওয়া উফাওয়িদ্বু আমরী--- ইলাল্লা-হি; ইন্নাল্লা-হা বাছীরুম্ বিল্ 'ইবা-দ।

অর্থ: *আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আমি আমার সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকট অর্পণ করেছি।*

Waafawwwidu amree ila allahi inna Allaha baseerun bialeebad.

(O my Lord, grant my prayers)- And my affair I leave it to Allah. Verily, Allah is the All-Seer of (His) slaves. (Surah Mumin, Ayat : 44)

প্রেক্ষাপট : হযরত মূসা (আঃ) এর নবুওয়াত কালে ফিরাউনের বিরোধিতা ছিল চরমে। ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়তের কথা অস্বীকার করে এবং নানা ধরনের উৎপীড়নের ফন্দি আঁটে তখন একজন মু'মিন ব্যক্তি ফেরাআওন পরিষদের সামনে নির্ভীক ভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের সত্যতা স্বীকার করে তাদেরকে ঈমান আনার আহ্বান জানায়। এর ফলে কাফেরগণ ক্ষিপ্ত হয়ে সেই মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যার উদ্যোগী হয়; আর তখনি মুসা (আঃ) বজ্রকণ্ঠে উক্ত আয়াত শুনিয়ে দেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কাফেরদের সকল ক্ষতি হতে রক্ষা করেন।

শিক্ষণীয় : মুমিনগণ সহযেই পথভ্রষ্ট হয় না। আল্লাহর ওপর বিশ্বাসই তাদের বড় ভরসা। সত্য কথা বলতে যারা কুণ্ঠাবোধ করে মুমিনের দাবীদার তারা হতে পারে কি, এটাই আমাদের আত্মউপলব্ধি হওয়া উচিত।

رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ঃ *(সূরা মুমিনুন : ৯৪)*

উচ্চারণ : রাব্বি ফালা- তাজ'আলনী ফিল্ ক্বাওমিয্ জো-য়ালিমীন।

অর্থ : *হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।*

Rabbi faalaa tajaalnee feeal qaomij jwaalimin.

"My Lord! Then (Save me from Your punishment), put me not amongst the people who are the Zalimun." (Surah Muminun, Ayat : 94)

প্রেক্ষাপট ঃ ৯৩-৯৫ নং আয়াতের বক্তব্য–

হে মুহাম্মদ, দো'আ কর ঃ "হে আল্লাহ! তাদেরকে (জালিম সম্প্রদায়) যে আযাবের ভয় দেখানো হচ্ছে, তা যদি তুমি আমার বর্তমান অবস্থায় আন। তাহলে হে আমার রব! এই জালিমদের মধ্যে আমাকে শামিল করো না।" ৯৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,– "আর আসল কথা এই যে, আমরা তোমার চোখের সামনে সে জিনিস নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখি, যার ভয় তাদেরকে প্রদর্শন করা হচ্ছে।"

বি. দ্র. : সেই আযাবে নবী করীম (সাঃ) এর পড়ে যাবার ভয় ছিল তা নয়। এই আয়াতের অর্থ যথেষ্ঠ শিক্ষণীয়, এই ধরনের বর্ণনাভঙ্গিতে এই ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর আযাবকে অবশ্যই ভয় করতে হবে। কেবল পাপী-তাপী লোকরদেই নয় নেককার লোকদেরও নিজের শত নেকি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া উচিত। সমষ্টিগত গুনাহর কারণে যখন আযাব এসে পড়ে কেবল খারাপ লোকেরাই তাতে পতিত হয় না, বরং ভালো ও নেক লোকেরাও সেই আঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়।

শিক্ষণীয় : আমাদের কতটা সতর্ক হওয়া প্রয়োজন সেটা এই আয়াতের মাধ্যমেই অনুধাবন করতে পারি।

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ

حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ঃ *(সূরা আনআম, আয়াত :-৭৯)*

উচ্চারণ : ইন্নী- ওয়ায্যাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা হানীফাওঁ ওয়ামা---আনা মিনাল মুশ্‌রিকীন।

অর্থ : *আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর (আল্লাহর) দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।*

Innee wajjahtu wajhiya lillathee fatara aassa mawati waal-arda haneefan wama ana mina al-mushrikeena.

Verily, I have turned my face, Firmly and Truly, towards Him Who has created the heavens and the earth, and never shall I give partners to Allah. (Surah Anam, Ayat : 79)

প্রেক্ষাপট : হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পিতা ও স্বজন তারা শিরকে লিপ্ত ছিল। সেই প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)কে আরো দৃঢ় প্রত্যয়ী করার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যা, আমরা এই সূরার ৭৫ থেকে ৭৮নং আয়াতে দেখতে পাই।

যেমন, আল্লাহ বলেছেন, "আমি, এরূপ ভাবে ইবরাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখালাম যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়।"

তারকার উজ্জ্বলতা, চাঁদের ঝলমলে প্রভা, সূর্যের চকচকে আলো দেখতে পেয়ে ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আমি অস্তগামীদের পছন্দ করিনা। তখন তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক আমাকে যদি পথ প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আল্লাহই তাকে পথ দেখালেন এবং তিনি বললেন, ৭৯ নং আয়াতের বাক্যগুলি।

শিক্ষনীয় : মুসলিম সম্প্রদায় সেই বিশ্বাসে নামাযে দাঁয়িড়ে উক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।

বিপদ মুক্তির জন্য দো'আ

Relief from danger

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْـتَ سُـبْحـنَـكَ اِنِّـىْ كَـنْـتُ مِـنَ الظّلِـمِـيْـنَ ৩ *(আম্বিয়াঃ ৮৭)*

উচ্চারণ : *'লা- ইলা-হা ইল্লা--- আন্‌তা সুব্‌হা-নাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায্‌ জোয়ালিমীন।'*

অর্থ : তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ (সাহায্যকারী) নেই; তুমি পবিত্র মহান! আমিতো সীমা লংঘনকারী।

La ilaha illa anta subhanaaaka innee kuntun minaz zalimeen.

(O, My Lord) There is no god but Allah : Glory to you : I was indeed wrong! (Surah Ambiah, Ayat : 87)

প্রেক্ষাপট : আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ বলেন, এবং স্মরণ কর যুনযুন-এর কথা, যখন সে ক্রোধের সাথে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাঁর জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না। অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল– 'তুমি মহান, আমি সীমালংঘকারী।'

বি. দ্র. যুনযুন শব্দের অর্থ মাছের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি। এখানে এই শব্দ দ্বারা হযরত ইউনুসকে বোঝান হয়েছে।

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায় হেদোয়েত গ্রহণ না করায় তিনি রাগান্বিত হয়ে দেশ ত্যাগ করেন। আল্লাহ নবী-রাসূলগণ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। দেশ ত্যাগের পূর্বে আল্লাহর অনুমতি গ্রহণ না করাতে শাস্তি স্বরূপ তাকে মাছের পেটে থাকতে হয়। আর তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি অনুতপ্ত হন এবং প্রার্থনা করেন। এ প্রসংগে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে সূরা সাফ্‌ফাত এর ১৪০-১৪৬ নং আয়াতে।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ০ *(আম্বিয়া : ৮৮)*

উচ্চারণ : ফাস্‌তাযাব্‌না- লাহূ ওয়া নাজজ্জাইনা-হু মিনাল্‌ গাম্‌মি; ওয়া কাযা-লিকা নুন্‌যিল্‌ মু'মিনীন।

অর্থ : *তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম দুঃশ্চিন্তা হতে এবং এই ভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করি।*

Faistajabna lahu wanjjaynahu mina alghmmi wakathalika nunjeeal mumineena.

So We answered his call and delivered him from distress, And thus We do deliver the believers. (Who believe in the Oneness of Allah, abstain from evil and work righteousness). (Surah Ambiah, Ayat : 88)

[O my Lord! I believe in your Oneness, abstain from evil and work righteousness. Answer my prayers!]

প্রেক্ষাপট : বিপদগ্রস্ত অবস্থায় মুমিনরা আম্বিয়ার ২৭ নম্বর আয়াতটি পড়ে থাকেন এবং প্রতি ১০০ বার পড়ার পর আম্বিয়া ৮৮ নং আয়াতটি ১ বার পড়েন।

শিক্ষণীয় : মুমিন মাত্রই আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা উচিত। দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় 'এস্তেখারা' বিশেষ নামায বা দো'আর মাধ্যমে দ্বিধামুক্ত হওয়া সম্ভব।

رَبِّ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ০ *(সূরা কামার : ১০ আয়াত)*

উচ্চারণ : রাব্বি আন্নী মাগলুবুন্‌ ফান্‌তসির্‌।

অর্থ : *প্রভু! আমিতো অসহায় অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।*

Rabbi annee maghloobun faintasir.

O Lord! "I have been overcome, so help (me)." (Surah Qamar, Ayat : 10)

(Who, When afflicted with calamity, then they will say-)

পেক্ষাপট : ৯নং আয়াত – "এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও অস্বীকার করেছিল, আর আমার বান্দাকে বলেছিল "এতো এক পাগল!' আর তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।"

অর্থাৎ পরকাল সংঘটিত ও অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে মানুষকে ইহ-জীবনের যাবতীয় কাজ কর্মের হিসাব নিকাশ দিতে হবে এই কথাটি তারা বিশ্বাস করছিল না এবং মেনে নিতেও প্রস্তুত ছিল না। যে নবী জনগণকে মহাসত্য সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, সেই নবীকেও তারা অমান্য করেছিল।

শুধু তাই নয় লোকেরা নবীকে শুধু অবিশ্বাস ও অমান্য করেই ক্ষান্ত ছিল না নবীকে পাগল বলে কষ্ট দিচ্ছিল। নানা প্রকার ভয়-ভীতি; গালাগাল, অশ্লীল বাক্য, তিরস্কার, অভিসম্পাতও নবীকে দেয়া হয়েছিল। এতে তাঁর জীবন যাত্রা বিড়ম্বনায় ভরে গিয়েছিল।

এই অবস্থায় নবী তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন "আমিতো অসহায়" উক্ত আয়াতটি।

শিক্ষণীয় : কোরআনের আয়াতগুলোকে এবং মমার্থকে অনুধাবন করে জীবন চালাতে পারলেই, আল্লাহর অনুগ্রহ তখন সে বাণী বা আয়াতের মাধ্যমে আমরা পেতে পারি। এ বিশ্বাস সকল মুমিনের অন্তরে গ্রথিত হওয়া উচিত।

إِنَّـا لِلّٰهِ وَإِنَّـا إِلَـيْـهِ رٰجِـعُـوْنَ ৬ *(সূরা বাকারা ১৫৬)*

উচ্চারণ : ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না--- ইলায়হি রা-জিউন।

অর্থ : *নিশ্চয় আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।*

Inna lillahi wa-inna illayhi rajioona.

"Truly! To Allah we belong and truly, to Him we shall return."

(Surah Baqarah, Ayat : 156)

(Who, when afflicted with calamity, then they will say--)

প্রেক্ষাপট : নির্দিষ্ট কোন আয়াত পাঠ করতে হলে তার পূর্বে আয়াতটি অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

এখানে **১৫৫-১৫৬** নং আয়াতে পূর্ণ রূপ দেখতে পাই যেমন, "আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।'

যারা তাদের উপর বিপদ আপদিত হলে বলে "আমরাতো আল্লাহরই এবং নিশ্চিত ভাবে তাঁর দিকেই ফিরে যাব, তারাই ধৈর্যশীল ও সবরকারী।

শিক্ষণীয় : মুমিনের পুরো জীবনটাই একটা পরীক্ষা কেন্দ্র। যে কোন বিপদে তাদের পেরেশানী বেড়ে যায়। এই আয়াতটিতে সবরকারীদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এই আয়াতটি পড়লে

যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায় ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তি ও শক্তিলাভ এবং উত্তরণ সহজ হয়ে যায়, মৃত্যু সংবাদ শুনলে যখন আমরা এই দোয়া পাঠ করি তখন মনের আয়নায় সেই দৃশ্যই ভেসে ওঠে যে, আমি ও ঐ পথের যাত্রী। ওটাই আমার আসল ঠিকানা।

উপার্জন বৃদ্ধির দো'আ
Dua for increasing income

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۟ *(সূরা শূরা : ১৯)*

উচ্চারণ : আল্লা-হু লাতীফুম বি'ইবা-দিহী ইয়ার্‌যুকু মাইঁ ইয়াশা----উ, ওয়া হুওয়াল্ ক্বাওয়িয়্যিয়ুল্ 'আযীযু।

অর্থ : *আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি মেহেরবান, যাকে চান রিয্‌ক দান করেন; আর তিনি শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।*

Allahu lateefun biaaibdihi yarzuqu man yashao wahuwa alqawiyyu aaazezu.

Allah is very Gracious and Kind to His slaves. He gives provisions to whom He wills. And He is the All-Strong, the All-Mighty. (Surah Shura, Ayat : 19)

('O' Our Lord be kind to us-)

প্রেক্ষাপট : এই আয়াতকে অনুধাবন করতে হলে ১৭, ১৮ ও ২০ নং আয়ায়তকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

১৭ ও ১৮ নং আয়াতের বিষয়বস্তু : আল্লাহ সত্যসহ কিতাব ও মানদন্ড অবতীর্ণ করেছেন। এবং কিয়ামতের আসন্ন সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। যারা বিশ্বাসী তারা তাতে বিশ্বাস করে ও ভয় করে। আর অবিশ্বাসীরা কিয়ামত সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে বিভ্রান্তিতে পড়ে থাকে।

১৯নং আয়াতে আল্লাহর দানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে আবার ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

"যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বৃদ্ধি করে দেই এবং যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তার কিছু দেই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।"

অর্থাৎ কিয়ামতের বিচারের পর যে ফয়সালা হবে ওটা তার ঘোষণা। অর্থাৎ কৃতকর্মের শাস্তি।

শিক্ষণীয় : আমরা যে রিয্ক ও অনুগ্রহ আল্লাহর কাছে থেকে পাই, যদি কেউ সেই সব অনুগ্রহ নেয়ামতকে আল্লাহর কিতাবের সত্যতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত না করে সেই হবে বিপদের সম্মুখীন।

বি. দ্র. রিযকের জন্য, ইয়া আল্লাহু ইয়া লাতীফু, ইয়া রাজ্জাকু বেশি বেশি পড়া উচিত।

অনুগত সন্তান প্রার্থনা
Prayer for having devoted children

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ৪ *(আল ইমরান, আয়াত: ৩৮)*

উচ্চারণ: রাব্বি হাব্‌লী মিল্‌ লাদুনকা যুর্‌রিইয়্যাতান্‌ ত্বাইয়্যিবাতাহ্‌, ইন্নাকা সামী'উদ্‌ দু'আ----ই।

অর্থ: হে, প্রভূ! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশদর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

Rabbi hab lee min ladunka thurriyyatan tayyibatan innaka sameeanu adduaaai.

"O my Lord! Grant me from You, a good offspring. You are indeed the All Hearer of prayers." (Surah Al-Imran, Ayat : 38)

প্রেক্ষাপট : ৩৭ নং আয়াতের বিষয়বস্তু : এ আয়াতে হযরত মরিয়মের পূর্ণ বয়স্কা হওয়ার সময়ের কথা বলা হয়েছে। এই সময় তাঁকে বায়তুল মাকদাসের ইবাদাতগৃহে থাকতে হয়েছিল আল্লাহর নির্দেশে। এখানে তিনি হযরত জাকারিয়ার হেফাজতে থেকে দিন-রাত আল্লাহর যিকির করে সময় অতিবাহিত করতেন। এবং এখানে খাদ্য পানীয় সব আল্লাহর তরফ হতে আসত। এই অবস্থা দেখে হযরত জাকারিয়া উদ্বুদ্ধ হন এবং আল্লাহর কাছে ৩৮ নং আয়াতটি দ্বারা প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনার উত্তর আল্লাহ দিলেন ৩৯নং আয়াতের মাধ্যমে–

"ফেরেশতাগণ শোনালেন– যখন সে মেহরাবে দাড়িয়ে নামায পড়ছিল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন।"

বি.দ্র. হযরত জাকারিয়া ছিলেন বৃদ্ধ ও তার স্ত্রী ছিলেন বন্ধা (Impotent)।

শিক্ষণীয় : প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহর কাছে এরূপ প্রার্থনা করা। সন্তান লাভের খুশিই বড় আনন্দময়। সে যেন ইসলামের সেবক বা খলিফা হতে পারে সেই প্রার্থনা ও পরিবেশ তৈরী করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব ।

বিজয় লাভের দো'আ
For victory

نَـصْـرٌ مِّـنَ اللّٰهِ وَفَـتْـحٌ قَـرِيْـبٌ ؕ *(সূরা সাফ্ : ১৩)*

উচ্চারণ : নাসরুম্ মিনাল্লা-হি ওয়া ফাত্হুন ক্বারীব।

অর্থ : *আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মুমিনদের সুসংবাদ দাও।*

Nasrum minallahi wa fathim qareeb.

Help from Allah and a near victory; and give glad tidings to the believers.

And also (He will give you) another (blessing) which you love,- help from Allah (against your enemies) and a near victory. (Surah Saff : 13)

প্রেক্ষাপট : ১০ নং থেকে **১২** নং আয়াতের বর্ণনায় আল্লাহ বলেছেন, "ওহে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে কি সেই ব্যবসার কথা বলব যা তোমাদের পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে। তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-মাল ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের গুনাসমূহ মাফ করে দেবেন এবং জান্নাতের অতীব উত্তম ঘর তোমাদের দান করবেন।" **১৩**নং আয়াত "আর দ্বিতীয় জিনিসটি তোমরা চাও, তাও তোমাদেরকে দেয়া হবে তা হল আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। হে নবী, লোকদের এই সুবংবাদ জানিয়ে দাও।"

বি. দ্র. ঈমানদার লোকদের ঈমান আনা, অর্থ খাঁটি নিষ্ঠাবান মুসলমান হওয়া। এটাকে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি মনে করো না। যে জিনিসের জন্য ঈমান আনা হয়েছে সেই সব জিনিসের জন্য সর্ব প্রকার ত্যাগ ও দুঃখ কষ্ট স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হওয়া বোঝায়। আল্লাহ্ সূরা আল-ইমরানের **১**০৪নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন।"তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না।"

'জিহাদ শব্দটি 'জাহাদা' মূল শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ প্রতিরোধ। সর্ববিধ অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যায় না করার জন্য আহ্বান করা। নিজের মনের নফ্সের এর কুমন্ত্রনা থেকে বেঁচে থাকাও এক ধরনের জিহাদ।

শিক্ষণীয় : অনেক ত্যাগ তিতীক্ষা কষ্ট ও সংগ্রামের পথ দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার পথ-প্রদর্শক ছিলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। তাঁর নির্দেশিত পথে চলা এবং সব ধরনের পথ ভ্রষ্টতা থেকে আমাদের বেঁচে থাকা জরুরী।

إِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا۝ *(সূরা ফাতহ, আয়াত : ১)*

উচ্চারণ : ইন্না- ফাত্হানা- লাকা ফাত্হাম্ মুবীনা-।

অর্থ : *নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।*

Inna Fatahana laka fathan mubeenan.

Verily, We have given you, (O Muhammad) a manifest victory.

(Surah Al-Fath : 1)

[O my Lord! grant me victory]

প্রেক্ষাপট : ৬ হিঃ/৬২৮ খৃঃ সালে ১৪০০ সাহাবীকে সাথে করে রাসূল (সাঃ) উমরার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার মুশরিকরা তাঁদেরকে উমরা করতে বাধা দেবে, এই আশংকায় তাঁরা মক্কার তিন মাইল উত্তরে হুদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। এরপর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সংগে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তগুলো মুসলিমদের জন্য আপাতঃদৃষ্টিতে অবমাননাকর মনে হলেও (রাঃ সাঃ) শান্তির প্রয়োজনে তা মেনে নিয়েছিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী উমরা না করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

শিক্ষণীয় : ইসলামের স্বার্থে সবর ও ত্যাগ জরুরী। আর যারা সংঘবদ্ধ হয়ে সেই কল্যাণের দিকে এগুবে আল্লাহ তাঁদের বিজয় অবধারিত করবেন।

পরকালের আযাব থেকে মুক্তির দো'আ
Forgiveness from the pain of Hereafter

رَبَّنَا اِنَّنَا امَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۝

(সূরা আল ইমরান : ১৬)

উচ্চারণ : রাব্বানা--- ইন্নানা--- আ-মান্না ফাগ্ফিরলানা- যুনূবানা- ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান্ না-র।
অর্থ : হে প্রভু! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদের আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর।

Rabbana Innana aaamannaa fagfir lana junobana waqena aazaaba annar.

"Our Lord! We have indeed believed, so forgive us our sins and save us from the punishment of the Fire. (Surah Al-Imran : 16)

মর্মার্থ : এই সূরার ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে নানাবিধ আকর্ষণীয় দ্রব্য সামগ্রী। প্রকৃত পক্ষে এসব সাময়িক ও ক্ষনস্থায়ী মূলত। উত্তম আশ্রয় রয়েছে আল্লাহর কাছে। ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, আমি কি তোমাদের (মুমিনদের) এই সবের

চেয়ে ভালো জিনিসের কথা বলব, যা রয়েছে জান্নাতে। যারা তাকওয়ানীতি অবলম্বন করেছে তাদের জন্যই এই পুরস্কার। এই আয়াতের ওপর বিশ্বাসী হয়েই ঈমানদারগণ উক্ত প্রার্থনা করে। ১৭নং আয়াতে সেই মুমিনদের পরিচয়ে আল্লাহ বলেন, "এরা ধৈর্য্যশীল, সত্যপন্থী, বিনয়াবনত, দানশীল এবং রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

গুরু দায়িত্বভার থেকে মুক্তির দো'আ
Relief from Hardships

رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه. وَاعْفُ عَنَّا وقفه وَاغْفِرْلَنَا وقفه وَارْحَمْنَا وقفه اَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكفِرِيْنَ ۹ *(সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬)*

উচ্চারণ : রাব্বানা- ওয়া লা- তুহাম্মিলনা- মা-লা- ত্বা-ক্বাতা লানা- বিহ, ওয়া'ফু 'আন্না- ওয়াগ্ফির লানা- ওয়ার্হামনা-; আন্তা মাওলা-না ফানসুর্না- 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের ওপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপমোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর, তুমি আমাদের অভিভাবক-আশ্রয়দাতা। কাফিরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদের সাহায্য কর।

Rabbanaa wala Tuhammilnaa ma la taqata lanaa bihi wao aafu aaanna waigh fir lanaa wairhamna aanta mawlana faonsurna aaala alqaqmi alkafireena.

Our Lord! Put not on us a burden greater than we have strength to bear. Pardon us and grant us Forgiveness. Have mercy on us. You are our Maula and give us victory over the disbelieving people.

প্রেক্ষাপট : ২৮৫ নং আয়াতে ঈমানদার ব্যক্তিদের আত্মসমর্পণ এবং ফরিয়াদ প্রকাশ পেয়েছে। ২৮৬ নং আয়াতে সেই আকুতি ঝরে পড়েছে। তারা দেখেছে রাসূল (সাঃ) এর দ্বারা কোরআন প্রদর্শিত পথে চলা কোন সহজ কাজ ছিল না। সেই সময়ে নানা বিধ অত্যাচার ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেছেন। ঈমানদার ব্যক্তিরা যদি কোন কারণে পথহারা হয় কিংবা দায়িত্ব পালনে বিচ্যুতি ঘটে তাই তাঁরা আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন করে; "এমন কোন বিপদ-মুসীবদে আমাদের ফেলনা যাতে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় পড়ে যাই।"

শিক্ষণীয় : মুমিন বান্দাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া প্রয়োজন। নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথেই চলা উচিত। এবং একে অন্যকে সেই পথে চলতে সাহায্য করা উচিত। এই দোয়াটি মুসলমান মাত্রই পড়া উচিত।

চিন্তামুক্ত সফরের দো'আ

For a safe journey

رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

(সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৮০)

উচ্চারণ : রাব্বি আদ্খিল্নি মুদ্খালা সিদক্বিওঁ ওয়া আখ্রিযনি মুখ্রাজা সিদ্ক্বিওঁ ওয়ায্'আল্লী মিল্লাদুন্কা সুল্তা-না নাসী-রা।

অর্থ : *হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান করো সাহায্যকারী শক্তি।*

Rabbi aaadkhilnee moodkhalaa sedqeen we aaakhrejnee mukhraza sedqeen wa'jaal lee min ladunkaa sultaanaan nasiran.

My Lord! Let my entry be good, and my exit be good. And grant me from You an authority to help me.

প্রেক্ষাপট : পূর্ববর্তী ৭৭ নং আয়াত রাসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে–

"রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল একই নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না।"

পরবর্তী ৭৮-৭৯ নং আয়াতের বর্ণনা–

নামায কায়েম কর, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির অন্ধকার আসন্ন হওয়ার (ফজর) সময় পর্যন্ত। আর ফজরের কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়। ৭৯নং আয়াত– আর রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদ পড়, তা তোমার জন্য নফল, সেদিন দূরে নয়, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। (আর দো'আ কর ৮০ নং আয়াত) এ প্রসংগে ৮১ ও ৮২নং আয়াত থেকেও শিক্ষা নিতে হবে।

৮১ নং আয়াত– আর ঘোষণা করে দাও, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই। ৮২ নং আয়াত– আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা ঈমানদারদের জন্য রহমত স্বরূপ ও নিরাময় দাতা কিন্তু এসব জালিমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

শিক্ষণীয় ঃ কোরআন পাঠ এবং সালাতের বেলায় উদাসীনতা আল্লাহ পছন্দ করেন না। প্রকৃত মুমিনেরা এই দুইটি কর্মই নিষ্ঠার সাথে করে থাকেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে সচেষ্ট থাকেন।

মাথা ব্যথা দূর করার দো'আ

Relief from Headache

لاَ يُـصَـدَّ عُـوْنَ عَـنْـهَـا وَلاَ يَـنْـزِفُـوْنَ ۝ *(সূরা ওয়াকিয়াহ্ : ১৯)*

লা- ইয়ুছাদ্দা'ঊনা 'আন্‌হা- ওয়া- লা ইয়ুন্‌যিফুন।

অর্থ : সেই পানীয় পানে তাদের শির পীড়া হবে না, জ্ঞান হারাও হবে না।

Laa yoosaddaoona anha wa laa yoonje foon.

Where from they will get neither any aching of the head, nor any intoxication.

(O' My Lord! Relieve me from the aching of my head)

পেক্ষাপট : ১০ থেকে ৩৮ নং আয়াত সমূহে জান্নাতীদের জন্য দো'আ নেয়ামত সমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। যা পৃথিবীর নেয়ামত সমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষ ভাবে উপরিউক্ত আয়াতে বলা হয়েছে– আল্লাহ্ প্রদত্ত এমন এক পানীয় পান করানো হবে যাতে মস্তিষ্কে কোনরূপ অস্বস্তি বোধ হবে না। নেক আমলকারীরাই শুধু এ ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হয়ে থাকবে। এ প্রসংগে আরো আয়াত, সূরা তূর ১৭ থেকে ২৪। সূরা, মুহাম্মদ ১৫ নং আয়াত এবং সূরা আস্ সা-ফ্ফাত ৪০ থেকে ৪৯ এ আমরা নিদর্শন দেখতে পাব।

শিক্ষণীয় : আমাদের কাজে ও প্রার্থনা শুধুমাত্র জান্নাতপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই যেন না হয়, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করাই আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। কারণ একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যমেই জান্নাত পাওয়া সম্ভব। তাই আমাদের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিত।

সন্তান সংশোধনের জন্য দো'আ

Proper Guidance for Children

رَبِّ اَصْلِحْ لِىْ فِي ذُرِّيَّتِىْ ج اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ (সূরা আহ্‌কাফ : ১৫)

উচ্চারণ : রাব্বি আছলিহ্ লী ফী- যুররিয়্যাতি; ইন্নী তুব্‌তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল্ মুসলিমীন।

অর্থ : *হে প্রভু! আমার জন্য আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করে দিন; আমি অবশ্যই আপনার নিকট তওবা করছি এবং নিশ্চয়ই অনুগত বান্দাদের একজন।*

Rabbi aslee lee fee jurriyatee inee tubtoo llyka wa inee minal muslimin.

"O lord make my offspring good, Truly I have turned to You in repentance and truly I am one of the Mulslims submitting to Your will."

প্রেক্ষাপট : ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে আমরা দেখতে পাই মুত্তাকীদের চরিত্রের বর্ণনা–

"নিঃ সন্দেহে যারা ঘোষণা করেছে আল্লাহই আমাদের রব, এবং সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য কোন শংকা নেই, তারা দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে না। এই ধরণের সব লোকই জান্নাতে যাবে। সেখানে তাদের সব আমলের বিনিময়ে তারা চিরকাল থাকবে।

১৫ নং পুরো আয়াতের বিষয়বস্তু :

আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করে, তার মা কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে। সেই সন্তান যখন উপযুক্ত বয়সে উপনীত হবে, তখন সে বলে, "হে আমার রব! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে সেসব নিয়ামত দান করেছ আমাকে তার শোকর আদায় করার তওফিক দাও এবং নেক আমল করার তওফিক দাও যাতে তুমি খুশি হবে।"

"আর আমার সন্তানদেরও নেক বানিয়ে আমাকে সুখ শান্তি দাও। আমি তওবা করছি এবং আমি অনুগত বান্দাদের একজন।" (এই বাক্যগুলো উপরের আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে) এবার ১৬ নং আয়াতে আমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি দেখব। "এই ধরনের লোকদের নিকট হতে আমি তাদের সর্বোত্তম আমলসমূহ গ্রহণ করি আর তাদের অন্যায় ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেই।"

শিক্ষণীয় : সূরা বনী ইসরাইল ও সূরা লোকমান এ পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

কোন কোন আমল বা কাজ দুনিয়ার লোকদের দৃষ্টিতে খুবই ভালো হয়; কিন্তু সেই কাজ যদি আল্লাহর বিধান অনুসৃত পথে না হয়, তাহলে তার শুভ প্রতিফল পাওয়ার জন্য তা যোগ্য প্রমাণিত হতে পারে না।

নেক আমল করা এবং তা গ্রহণ করার জন্য অবশ্যই মুমিনদের আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা উচিত।

-----o------

বি. দ্র. পবিত্র কোরআনে যে সব আয়াত সরাসরি নির্দেশ বা রহমত স্বরূপ নবী-রাসূলদের কাছে এসেছে, সেসব আয়াতকে যদি প্রার্থনায় আনি তবে সেই আয়াতের পূর্বে আমাদের বলা উচিত, হে আল্লাহ আমাদের দাও তোমার অনুগ্রহ, যেমন দিয়েছো নবী-রাসূলদের।

N. B. : *All the verses of the Holy Qur’an which has been directly passed upon to the Prophets by means of Orders and blessing, may be recited during prayers. We may begin by saying: Oh, Allah, Please bestow Your blessings upon me as well.*

-----o------

Supplications of the Prophet Muhammad (S.A.W)
নবী মুহাম্মদ (সা) এর দো'আ

When the Messenger of Allah (S.A.W.) finished his prayer, it was his continuous practice to say :

সালাম ফিরানোর পর আল্লাহর নবী (সাঃ) অনেক দুআ পড়তেন। তার কিছু দুআ নীচে দেয়া হল–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

উচ্চারণ : সুবহানাল্লা-হি ওয়াল্ হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি ও সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য এবং আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কোন মাবুদ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। (মুসলিম)

Soobhaana allahi wa alhamdoo lillahi wa laa leelaahaa Iallal allahu waallaho Akbar.

Glory be to Allah, all praise be to Allah, there is none worthy of worship besides Allah and Allah is the Greatest. There is no power and might except from Allah, the Most High, the Great.

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝

উচ্চারণ: 'সুবহানাল্লা-হী ওয়া বিহামদিহী- 'সুবহানাল্লা-হীল 'আযীম। (মুসলিম)

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা ও তাঁর প্রশংসা করছি। (মুসলিম)

Soobhaana allahi wa bihamdihi- Soobbhaanalla- hil Azeem.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন : দুটি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করা সহজ কিন্তু আমলের পাল্লায় খুবই ভারী। পরম করুণাময়য়ের নিকট অতি প্রিয়।

لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ۝

উচ্চারণ : 'লা- হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত ফিরে থাকার কোন শক্তি নেই।

La hawla, walaa quwwata illa billah.

There is no power no might but from Allah.

রাসূল (সাঃ) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি কি তোমাকে বেহেশ্তের ভাণ্ডারের মধ্য হতে একটি ভাণ্ডারের কথা বলে দেব না? আবু-মূসা (রাঃ) বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ।

রাসূল (সাঃ) তখন উক্ত বাক্যটি পড়ার কথা বললেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ, وَالْجَذَامِ, وَسَيِّئِ الاَسْقَامِ ۞

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী- 'আউযুবিকা মিনাল্ বারাছি, ওয়াল্ জুনুনি, ওয়াল্ জুযামি, ওয়া সাইয়িইল্ আস্ক্বাম।'

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেতকুষ্ঠ উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ এবং সমস্ত খারাপ রোগ হতে। (আবু দাউদ, ১৫৫৪)

Allahumma inni a'oozu bika minal baras, wal junooni, wal juzaami, wa saiyil asqaam.

O Allah! I sek Your protection From the diseases of Lunacy, leprosy and all other bad diseases.

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۞

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা হা-সিব্নী হিসাবাই ইয়াসীরা*

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার হিসাবকে সহজ করে দিও। (মিশকাত : ৫৫৬২)

Allahumma haasibnee hisaabai yaseeraa.

Allah! May easy my reckoning (at the Day of) Judgement)

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ۞

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্না-কা 'আফুউন, কারিমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী- (আন্না)

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি অবশ্যই ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস, অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

Allahumma innaka afuwaun Karimun tuhibbul afwan f'afu 'annee.

O Allah, certainly You are the One who grants pardon for sins. You love to pardon, so pardon me.

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি অবশ্যই ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (তিরমিযী-৩৫৯১, ইবনে মাজা)

মহিম্বানিত রজনী লাইলাতুল ক্বদর বা শব-ই ক্বদরে বেশি বেশি এই দো'আটি পড়তে হবে। এ ছাড়া পুরো রমাযন মাসেই রাসূল (সাঃ) এই দো'আটি পড়তেন।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ ۹

উচ্চারণ : ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূবি ছাব্বিত ক্বালবী 'আলা দ্বী-নিকা।

Yaa, Muqallibal qulubi Sabbit qalbee aalaa dinik.

O, Allah, turn my heart and soul towards my religion.

অর্থ : হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর অটল রাখুন। (মুসনাদে আহমাদ : ২১৪০)

দু' সিজদার মাঝের দো'আ

Duaa between two sajdah

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ۹

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ার্হামনি-, ওয়াহদিনী- ওয়া 'আফিনী- ওয়ারজুক্বনী-।

অর্থ : হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আমাদের দয়া কর, আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দাও, আমাকে নিরাপদে রাখ আর আমাকে রিজিক (জিবিকা) দাও। (তিরমিযী আবু দাউদ,মুসলিম-১১৭)

Allahummaghfir lee warhammne wahdinee wa `aafinee warjuqnee.

O Allah! forgive me, have mercy on me, guide me, grant me security and grant me sustenance.

You can say this dua once or as many times as you like. You can say only "Allahummagh firlee war hamnee."

সালাম ফিরানোর পর দো'আ

Dua affer Salam

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ ۞

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আনতাস্-সালাম ওয়া মিনকাস্-সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। (মুসলিম)

অর্থ : হে আল্লাহ! শান্তির উৎস তুমি। যাবতীয় শান্তি তোমার কাছে থেকেই আসে। হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী! তুমি বরকতময়।

Allhumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta yaa zaljaali wal Ikram.

Allah! You are the (Author of Peace and from You is peace. Blessed are You, O possessor of Greatness and Honour. *(Muslim : 501)*

(ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পর রাসূল (সাঃ) এই দো'আটি পড়তেন।)

কবরের আযাব থেকে মুক্তির দো'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّال وَاعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ۞

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী- 'আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নামা ওয়াআউযুবিকা মিন আযাবিল্ ক্বাবরি ওয়া 'আউযুবিকা মিন্ ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়া ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, ওয়া 'আউযুবিকা মিন্ ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়া ফিতনাতিল মামাত্; আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আউযুবিকা মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরাম।*

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম এবং কবরের শাস্তি হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তোমার কাছে আশ্রয় চাই দাজ্জালের ফিতনাহ্ হতে। জীবনের এবং মৃত্যুর ফিতনাহ্ হতে তোমার

কাছে আশ্রয় চাই। প্রভু হে! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই সকল গুনাহ এবং ঋণের দায় হতে। (বুখারী ও মুসলিম)

Allahumma innee aoozubika min a'zabi jahannama wa a'oojubika min a'zabil qabri wa aoozubika min fitnatil maseehid dajjaali wa a'oozubika min fitnatil mahyaa wa fitnatil mamaat. Allahumma innee a'oozubika minal m'athami wal maghram.

Meaning : O Allah! Surely I seek the protection of You from the punishment of the hell and I seek the protection of You from the punishment of the grave, and I seek the protection of You from the trial of life. and from the trial of death.

O, Allah! Surely, I seek refuge in You from all sins and from the (burden of) debt. (Bukhari and Muslim)

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ

The best supplication for seeking forgiveness to Allah

اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذِىْ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمَ وَاتُوْبُ اِلَيْهِ ৯

উচ্চারণ : আসতাগইফিরুল্লা হাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল্ হাইয়্যাল ক্বাইয়ুম, ওয়া আতুবু ইলাইহ্ ।

অর্থ : আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, এবং অনুতপ্ত হয়ে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

Astaghfir rulla hallazee laaa ilaaha illa huwal hayyal Qayyum wa atoobu ilyh.

I ask Allah to forgive me; He is Allah, There is no deity but He, the Ever Living, the Ever Lasting and I turn to Him in repentance.(Abu Dawud Tirmizi)

সুবহানাল্লাহ (৩৩ বার) **سُبْحَانَ اللّٰهِ** আল্লাহ মহান ও পবিত্র

আলহামদুলিল্লাহ (৩৩ বার) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য

আল্লাহু আক্‌বার (৩৪ বার) اَللهُ اَكْبَرُ আল্লাহর মহিমা সর্বোচ্চ। (মুসলিম)

আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরজ) নামাযের পড়ে ‘সুবহানাল্লাহ্” ৩৩ বার, “আল্লাহু আকবার” ৩৩ বার, “আল্‌হামদুলিল্লাহ” ৩৩ বার, যা মোট হবে ৯৯ বার এবং একশত পূর্ণ করার জন্য বলে :

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ : “লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু, লা- শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ’আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর”

অর্থ : আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব (সার্বভৌমত্ব) ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।” এই দো‘আর বরকতে সমুদ্র সমান পাপ ও ক্ষমা করা হবে। (মুসলিম)

Laa ilaaha illal lahu wahdahu, Laa shareeka lahu, lahul Mulku wa lahul Hamdu, wa huwa `alaa kulli shayin Qadeer.

"There is no deity but Allah, He is One. There is no partner for Him. For Him is the kingdom and for Him is the praise and He is powerful over all things.

(Then his sins are forgiven even if they are like the form of the sea.) (Muslim)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكْ ۞

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আইন্নী, ‘আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিক।

অর্থ : *হে আল্লাহ! আমাকে সামর্থ দাও– তোমাকে স্মরণ করার, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার আর সঠিকভাবে তোমার ইবাদাত করার। (আহমদ, আবু দাউদ-১৩০১)*

Allahumma a'innee 'alaa zikrika wa shukrika wa husni 'ibaadatik.

(O Allah! Help me to remember You, to thank You and to worship You perfectly. (Ahmad; Abu-Dawud)

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যা বলতে হবে

What to say, when going out from home

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াকাল্‌তু 'আলাল্লাহি লা- হাওলা ওয়া লা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ্।

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নেই। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

Bismillahi tawak kaltu a'lallahi laa hawla, wa laa quwwata illa billah.

(I leave)- In the name of Allah, I put my trust in Allah, and there is no power no might except with Allah. (Abu Dawud. Tirmizi)

সূরা ফাতিহা/ Sura Fatiha

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

পরম করুণাময় অশেষ মেহের বান সারা জাহানের রব রব আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রসংশা

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ

একমাত্র তোমারই এবং আমরা ইবাদত করি একমাত্র তোমারই বিচার দিনের মালিক

نَسْتَعِيْنُ ۞ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ

পথ সহজ সরল সোজা সঠিক পথ আমাদের দেখাও আমরা সাহায্য চাই

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

গযবপ্রাপ্ত নয় তাদের উপর যাদেরকে তুমি নিয়ামত দিয়েছ ঐ সব লোকের

عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِيْنَ ۞

পথহারা না এবং যাদের উপর

উচ্চারণ :

১। আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল্‌ ‘আ-লামীন।
২। আর্‌রাহ্‌মা-নির রাহীম।
৩। মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন।
৪। ইয়্যা-কা নাঅ্‌‘বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাছ্‌তাঈ’ন।
৫। ইহ্‌দিনাস ছিরা-ত্বাল মুছতাক্বীম।
৬। ছিরা-ত্বাল্‌ লাযীনা আন্‌-আ‘ম্‌তা ‘আলাইহিম।
৭। গাইরিল্‌ মাগ্‌দূবি ‘আলাইহিম ওয়া লাদ্ব দ্বা----ল্লীন, আমীন।

অর্থ :

১। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।
২। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
৩। বিচার দিবসের মালিক।

৪। আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

৫। আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর।

৬। তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ।

৭। তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

Sura Fatiha

Bismillahir Rahmaanir Rahieem.

1. Al hamdu lillahi Rabbil 'aalameen.
2. Ar-Rahmaanir Rahieem.
3. Maaliki Yawmiddin.
4. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nastaeen.
5. Ihdinas siraatal mustaqeem.
6. Siraaatal lazeena an'amta 'alayhim.
7. Ghiayril maghdubi 'alayhim walad daalleen.

1. In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Mereiful.

2. All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alamin.

3. The Most Gracious, the Most Merciful.

4. The Only Owner of the Day of Recompense.

5. You (Alone) we worship, and You (Alone) we ask for help.

6. Guide us to the Straight way.

7. The way of those on whom You have bestowed Your Grace, not of those who earned Your Anger nor of those who went astray.

সূরা ফীল/Sura Al-Fil

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

ا لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۞

কি তুমি দেখোনি কেমন করেছেন তোমার রব ওয়ালাদের সাথে হাতি

ا لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۞

কি তিনি করেননি চালাকি তাদের মধ্যে বানচাল

اَبَابِيْلَ ❁	طَيْرًا	عَلَيْهِمْ	وَاَرْسَلَ
ঝাঁকে ঝাঁকে	পাখি	তাদের উপর	তিনি পাঠিয়েছেন আর
مِّنْ سِجِّيْلٍ ❁		بِحِجَارَةٍ	تَرْمِيْهِمْ
আগুনে পোড়ানো		পাথর	তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল
مَّاكُوْلٍ ❁		كَعَصْفٍ	فَجَعَلَهُمْ
ভক্ষণ করা		খোসার মতো	তাদেরকে করে দিলেন ফলে

উচ্চারণ ঃ

১। আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআছ্‌হা-বিল্ ফীল।

২। আলাম ইয়াজ্‌'আল্ কাইদাহুম ফী তাদ্‌লীল।

৩। ওয়া আর্‌সালা 'আলাইহিম ত্বাইরান্ আবা-বীল।

৪। তার্‌মীহিম্ বিহিজা-রাতিম্ মিন্ সিজ্জীল।

৫। ফাযা'আলাহুম কা'আসফিম্ মা'কূল।

অর্থ ঃ

১। তুমি কি দেখোনি, তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কী আচরণ করেছেন।

২। তিনি কি তাদের চালাকি বানচাল করে দেননি?

৩। তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন।

৪। যারা তাদের উপর আগুনে পোড়ানো শক্ত পাথর নিক্ষেপ করেছিল।

৫। ফলে তাদেরকে পশুর ভক্ষণ করা খোসা বা ঘাসের মতো করে দিলেন।

Sura Al-Fil

Bismillahir Rahmaanir Rahieem.

1. Alam tara kayfa faala Rabbuka biashaabil feel.
2. Alam yaj'al kayda hum fee tadleel.
3. Wa arsala 'alayhim tayran abaabeel.
4. Tarmeehim bihijaaratim min sijjeel.
5. Faja'alahum k'asfim ma'kool.

1. Have you (O Muhammad (S.A.W) not seen how your Lord dealt with the owners of the Elephant?

2. Did He not make their plot go astray?

3. And He sent against them birds, in flocks,

4. Striking them with stones of sijjil (baked clay)

5. And He made them like (an empty field of) stalks.

সূরা কুরাঈশ/ Quraish

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

لاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ❁ الٖفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ

শীতকালে সফরে তাদের আসক্তির কারণে কুরাইশদের আসক্তির কারণে

وَالصَّيْفِ ❁ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ❁ الَّذِىْ

যিনি ঘরের এই মালিক ইবাদত করা উচিত সুতরাং গরম কালে এবং

اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ❁ وَّ اٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ❁

ভয় হতে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং ক্ষুধার সময় তাদের খাবার দিয়েছেন

উচ্চারণ :

১। লিঈলা-ফি কুরাইশিন।

২। ঈলা-ফিহিম রিহ্‌লাতাশ্‌ শিতা----ই ওয়াস্‌সাইফ।

৩। ফালই‘য়াবুদূ রাব্বা হা-যাল্‌ বাইত্‌।

৪। আল্লাজী--- আত্‌‘আমাহুম্‌ মিন্‌ যু‘ইওঁ ওয়া আ-মানাহুম্‌ মিন্‌ খাওফ্‌।

অর্থঃ

১। যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি রয়েছে।

২। শীত ও গরমকালের সফরে তাদের আসক্তি রয়েছে।

৩। সুতরং তাদের এ ঘরের মালিকের ইবাদত করা উচিত।

৪। যিনি তাদের ক্ষুধার সময় খাবার দিয়েছেন, আর ভয় হতে নিরাপত্তা দান করেছেন।

Quraish

Bismillahir Rahmaanir Rahieem.

1. Li-ieelaafi Quraish.
2. Ieelaaafihim rihlatash shitaaai was sayf.
3. Falya'budoo Rabba haazal bayt.
4. Allazeee at'amahum min jooiw wa aamanahum min khawf.

1. For the familiarity (or taming) of the Quraish.

2. Their familiarity with the journeys by winter and summer.

3. So let them worship (Allah) the Lord of this House (the Ka'bah in Makkah).

4.(He) Who has fed them against hunger, and has made them safe from fear.

সূরা মাউন/Sura Al-Ma’un

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

اَ رَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنَ ❁

বিচার দিনকে অস্বীকার করে যে তুমি দেখেছো কি

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ❁ وَ لاَ يَحُضُّ

উৎসাহিত করে না আর এতিমকে ধাক্কা দেয় যে সেই ব্যক্তি

عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ ❁ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ❁

সেই সব নামাযীদের জন্য ধ্বংস অতঃপর মিসকীনকে খাবার দিতে উপর

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ❁ الَّذِيْنَ

যারা অলসতা করে তাদের নামাযের ব্যাপারে তাদের যারা

هُمْ يُرَاءُوْنَ ❁ وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ❁

ব্যবহারের জিনিসপত্র তারা দিতে মানা করে আর লোক দেখানোর কাজ করে তাদের

উচ্চারণ ঃ

১। আরাআইতাল্ লাযী ইউকায্যিবু বিদ্দীন্।

২। ফাযা-লিকাল্ লাযী ইয়াদু‘য়্যুল ইয়াতীম্।

৩। ওয়ালা- ইয়াহুদ্দু আ’লা- ত্বা‘আ-মিল্ মিস্কীন।

৪। ফাওয়াইলুল্ লিল মুছাল্লীন।

৫। আল্লাযীনা হুম ‘আন্ সালা-তিহিম সা-হূন।

৬। আল্লাযীনা হুম ইউরা-ঊনা।

৭। ওয়া ইয়াম্না‘ঊনাল্ মা-‘ঊন্।

অর্থ :

১। তুমি কি তাকে দেখেছো, যে বিচার দিনকে অস্বীকার করে?

২। সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে ধাক্কা দেয়।

৩। আর মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।

৪। অতঃপর সেসব নামাযীদের জন্য ধ্বংস।

৫। যারা তাদের সালাত (সঠিক সময়ে আদায়) সম্বন্ধে উদাসীন।

৬। যারা লোক দেখানো কাজ করে।

৭। আর তারা ব্যবহারের জিনিসপত্র অন্যকে দিতে বিরত থাকে।

Sura Al-Ma’un

Bismillahir Rahmaanir Raheem.

1. Araaytal-lazee yukazzibu-biddeen.
2. Fazaalikaal lazee yadu'ul yateem.
3. Wa laa yahuddu'alaa ta'aamil miskeen.
4. Fa waylul lill musalleen.
5. Allazeena hum' an salaatihim saahoon
6. Allazeena hum yuraaaoon.
7. Wa yamna uoonal maauoon.

1. Have you seen him who denies the Recompense?

2. That is he who repulses the orphan (harshly),

3. And urges not on the feeding of Al-Miskin (the poor),

4. So woe unto those performers of Salat (prayers) hypocrites),

5. Those who delay their Salat (prayer from their stated fixed times).

6. Those who do good deeds only to be seen (of men),

7. And prevent Al-Ma’un (small kindnesses like salt, sugar, water).

সূরা কাওছার/Sura Al-Kauthar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

اِنَّا	اَعْطَيْنَكَ	الْكَوْثَرَ ۞	فَصَلِّ	لِرَبِّكَ	
নিশ্চয় আমরা	তোমাকে আমরা দিয়েছি	কাওছার	তুমি নামায পড়ো সুতরং	তোমার রবের জন্য	
وَ	انْحَرْ ۞	اِنَّ	شَانِئَكَ	هُوَ	الاَبْتَارُ ۞
এবং	তুমি কুরবানি করো	নিশ্চয়ই	তোমার দুশমনই	সে	শিকড় কাটা

উচ্চারণ ঃ

১। ইন্না--- ‘আত্বাইনা- কাল্ কাওছার।

২। ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্হার।

৩। ইন্না শা-নিআকা হুয়াল আব্তার।

অর্থ ঃ

১। হে রসূল! নিশ্চয় আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি।

২। সুতরং তুমি তোমার রবের জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানি করো।

৩। আসলে তোমার দুশমনই শিকড় কাটা।

Sura Al-Kauthar

Bismillahir Rahmaanir Raheem.

1. Innaaa a'taynaakal kauthar (Kausar)
2. Fa salli lirabbika wanhar
3. Inna shaaniaka huwal Abtar.

1. Verily, We have granted you.

(O Muhammad (S.A.W) Al-Kauthar (a river in Paradise).

2. Therefore, turn in prayer to your Lord and sacrifice. (to Him only)

3. For he who hates you (O Muhammad S.A.W) he will be cut off
(from posterity and every good thing in this world and in the Hereafter).

সূরা কাফিরুন/ Sura Al-Kafirun

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۞ لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۞

তোমরা ইবাদত করো যার আমি ইবাদত করি না কাফিররা হে বলো

وَ لاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۞ وَ لاَ

না আর আমি ইবাদত করি যার ইবাদতকারী তোমরা নও আর

اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۞ وَ لاَ اَنْتُمْ

তোমরা নও আর তোমরা ইবাদত করছো যার ইবাদতকারী আমি

عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِىَ دِيْنِ ۞

আমার দীন আমার জন্য আর তোমাদের দীন তোমাদের জন্য আমি ইবাদত করি যার ইবাদতকারী

উচ্চারণ ঃ

১। ক্কুল ইয়া--- আইয়্যুহাল কা-ফিরূন।

২। লা--- 'আবুদু মা- 'তাবুদূন।

৩। ওয়ালা--- আন্‌তুম 'আ-বিদূনা মা--- 'আবুদ।

৪। ওয়ালা--- আনা 'আবিদূম্ মা- 'আবাত্‌তুম।

৫। ওয়ালা--- আন্‌তুম 'আ-বিদূনা মা--- 'আবুদ।

৬। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন।

অর্থ ঃ

১। তুমি বলো, হে কাফিররা।

২। আমি ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত করো।

৩। আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদতকারী নও।

৪। তোমরা যার ইবাদত করছো, আমিও তার ইবাদতকারী নই।

৫। আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরাও তার ইবাদতকারী নও।

৬। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, আর আমার জন্য আমার দীন।

Sura Al-Kafirun

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1. Qul yaaa ayyuhal kaafiroon.
2. Laaa a'budu maa ta 'budoon.
3. Wa laaa ana antum aabidoona maaa a'bud.
4. Wa laaa ana ' aabidum maa a'battum.
5. Wa laaa antum a bidoona maaa a' bud.
6. Lakum Deenukum wa liya deen.

1. Say :(O Muhammad S.A.W) Say these to the disbelievers):

O, disbelievers!

2. I worship not that which you worship,

3. "Nor will you worship that which I worship.

4. "And I shall not worship that which you are worshipping.

5. "Nor will You worship that which I worship.

6. "To you be your religion, and to me my religion."

সূরা নাসর/Sura Al-Nasr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ❁ وَ رَاَيْتَ

যখন আসবে সাহায্য আল্লাহর আর বিজয় আর তুমি দেখবে

النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ❁

মানুষদেরকে প্রবেশ করছে মধ্যে দীনে আল্লাহর দলে দলে

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ ❁

তখন তুমি তাসবীহ করো প্রশংসাসহ তোমার রবের এবং তার কাছে ক্ষমা চাও

اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ❁

নিশ্চয় তিনি হলেন তওবা কবুলকারী

উচ্চারণ ঃ

১। ইযা- জ্বা----আ নাছ্‌রুল্লা-হি ওয়াল্‌ ফাত্‌হু।

২। ওয়া রাআইতান্‌ না-ছা ইয়াদ্‌খুলূনা ফী দ্বীনিল্লা-হি আফ্‌ওয়া-জ্বা-।

৩। ফাস্‌ব্বিহ্‌ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াস্‌তাগ্‌ফিরহু; ইন্নাহূ কা-না তাওয়্যা-বা।

অর্থ :

১। যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।

২। আর তুমি দেখবে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে।

৩। তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ পড়ো। আর তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী।

Sura Al-Nasr

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1. Izaa Jaaa-a nasrullahi wal fath.
2. Wa raaytan naasa yadkhuloona fee Deeni llahi afwaajaa.
3. Fasabbih bihamdi Rabbika wastaghfirh. Innahoo kaana taw waabaa.

1. When there comes the Help of Allah (to you, O Muhammad against your enemies) and the conquest (of Makkah).

2. And you see that the people enter Allah's religion (Islaam) in crowds.

3. So glorify the Praises of your Lord, and ask His Forgiveness.Verily, He is the One Who accepts the repentance and Who forgives.

সূরা লাহাব/মাসাদ/ Sura Al-Masad

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

تَبَّتْ	يَدَا	اَبِىْ لَهَبٍ	وَّ	تَبَّ ❁		مَا
ধ্বংস হোক	দু'হাত	আবু লাহাবের	আর	সেও ধ্বংস হোক		না

اَغْنٰى	عَنْهُ	مَالُهٗ	وَ	مَا	كَسَبَ ❁	سَيَصْلٰى
কাজে আসলো	তার জন্য	তার মাল	আর	যা	সে আয়ত্ত্বে	শিগগিরই সে জ্বলবে

نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَّ امْرَاَتُه حَمَّالَةَ

বহনকারিনী তার স্ত্রীও আর লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে

الْحَطَبِ ۞ فِىْ جِيْدِ هَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۞

শক্ত পাকানো হতে রশি তার গলার মধ্যে কাঠ

উচ্চারণ ঃ

১। তাব্বাত্ ইয়াদা--- আবী লাহাবিওঁ ওয়া তাব্বা।
২। মা--- আগ্না- 'আন্হু মা-লুহূ ওয়ামা- কাসাব্।
৩। ছাইয়াস্লা- না-রান যা-তা লাহাবিওঁ ওয়াম্রাআতুহূ।
৪। হাম্মা- লাতাল হাত্বাব।
৫। ফী জ্বীদিহা- হাবলুম্ মিম্ মাসাদ।

অর্থ ঃ

১। আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক। আর সেও ধ্বংস হোক।
২। তার মাল আর যা কিছু সে আয়ত্তে এনেছে, তা তার কোন কাজে আসেনি।
৩। শিগগিরই সে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে জ্বলবে।
৪। আর কাঠ বহনকারিনী তার স্ত্রীও।
৫। তার গলায় শক্ত পাকানো রশি থাকবে।

Sura Al-Masad

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1. Tabbat yada abee lahabi watabba.
2. Ma aghna aanhu maluhu wama kasab.
3. Sayasla naran Jhata (Jata) lahabi
4. Wamraatuhu hamma lata alhatab
5. Fee jeediha hablum mim masad.

1. *Perish the two hands of Abu Lahab (an uncle of the Prophet) and perish he!)*
2. *His wealth and his children will not benefit him!*
3. *He will be burnt in a Fire of blazing flames!*

4. And his wife, too, who carries wood (thorns of Sa'dan which she used to put on the way of the Prophet or use to slander him).

5. In her neck is a twisted rope of Masad (palm fibre).

সূরা ইখলাছ/ Sura Ikhlas

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ هُوَ اَللّٰهُ اَحَدْ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ

তিনি জন্ম দেননি স্বয়ং সম্পূর্ণ আল্লাহ একক আল্লাহ তিনিই বলো

وَ لَمْ يُوْلَدْ ۞ وَ لَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا احَدٌ ۞

কেউ সমতুল্য তাঁর জন্য নেই আর তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং

উচ্চারণ ঃ

১। কুল্ হুওয়াল্লা-হু আহাদ্।

২। আল্লা-হুস্ সামাদ।

৩। লাম ইয়ালিদ্ ওয়া লাম ইউলাদ্।

৪। ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ।

অর্থ :

১। হে রসূল! তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, যিনি একক ও অদ্বিতীয়।

২। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

৩। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।

৪। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

Sura Ikhlas of Purity (of Faith)

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1. Qul huwa Allahu Ahad(un)

2. Allahus Samad.

3. Lam yalid walam yoolad.

4. Walam yakun lahu kufuwan Ahad.

1. *Say (O Muhammad S.A.W): "He is Allah, (the) One.*

2. Allah the Self-Sufficient Master, Whom all creatures need, (He neither eats nor drinks)

3. "He begets not, nor was He begotten.

4. "And there is none co-equal or comparable unto Him".

সূরা ফালাক/ Sura Falaq

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ❁ مِنْ شَرِّ

অনিষ্ট থেকে সকাল বেলার রবের নিকট আমি পানাহ চাই বলো

مَا خَلَقْ ❁ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ❁

তা ছেয়ে যার যখন রাতের অন্ধকার অনিষ্ট হতে আর তিনি সৃষ্টি করেছেন যা

وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ❁

গিরার মধ্যে ফুঁকদানকারীদের অনিষ্ট থেকে এবং

وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ❁

সে হিংসা করে যখন হিংসুকের অনিষ্ট হতে এবং

উচ্চারণ ঃ

১। কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব।
২। মিন্ শার্‌রি মা- খালাক্ব।
৩। ওয়া মিন্ শার্‌রি গা-ছিক্বিন ইযা- ওয়াক্বাব।
৪। ওয়া মিন্ শার্‌রিন নাফ্‌ফা-ছা-তি ফিল্ 'উক্বাদ্।
৫। ওয়া মিন্ শার্‌রি হা-ছিদিন্ ইযা- হাসাদ্।

অর্থ :

১। হে রসূল! তুমি বলো, আমি সকাল বেলাল রবের নিকট আশ্রয় চাই।
২। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।
৩। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা ছেয়ে যায়।

৪। এবং গিরায় ফুঁকদানকারীদের অনিষ্ট থেকে।

৫। আর হিংসুকের হিংসা হতে, যখন সে হিংসা করে।

Sura Falaq or The Dawn

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1. Qul aaoothu birabbi alfalaq.
2. Min sharri ma khalaq.
3. Wamin sharri ghasiqin ijaa waqab.
4. Wamin sharri nnaffathati fee aluqad.
5. Wamin sharri hasidin itha hasad.

1. Say : "I seek refuge with (Allah), the Lord of the daybreak,
2. "From the evil of what He has created,
3. "And from the evil of the darkening (night) as it comes with its darkness; (or the moon as it sets or goes away),
4. "And from the evil of those who practise witchcraft when they blow in the knots,
5. "And from the evil of the envier when he envies."

সূরা নাস/ Sura Nas

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ❁ مَلِكِ النَّاسِ ❁

মানুষের বাদশাহর নিকট মানুষের রবের নিকট আমি আশ্রয় চাই বলো

اِلٰهِ النَّاسِ ❁ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ❁

পলায়নকারী ওয়াসওয়াসাদাতার অনিষ্ট হতে মানুষের ইলাহর নিকট

اَلَّـذِىْ	يُـوَسْـوِسُ	فِـىْ	صُـدُوْرِ	الـنَّـاسِ ❀
যে	ওয়াসওয়াসা দেয়	মধ্যে	অন্তরে	মানুষের
مِـنَ	الـجِـنَّـةِ	وَ	الـنَّـاسِ ❀	
হতে	জিনের	আর	মানুষের	

উচ্চারণ ঃ

(১) কুল আ'উযু বিরাব্বিন্ না-স।

(২) মা-লিকিন্ না-স।

(৩) ইলা-হিন্ না-স।

(৪) মিন্ শার্‌রিল ওয়াস্ ওয়া-সিল্ খান্না-স্।

(৫) আল্লাযী ইউওয়াছ্ওয়িছু ফী সুদূরিন্ না-স।

(৬) মিনাল্ জ্বিন্নাতি ওয়ান্না-স্।

অর্থ ঃ

১। বলুন! আমি অশ্রয় চাই মানুষের রবের নিকট।

২। মানুষের বাদশাহর নিকট।

৩. মানুষের ইলাহর নিকট।

৪। ওয়াসওয়াসা দাতার অনিষ্ট হতে, যে অদৃশ্য হতে বারবার এসে ধোকা দিয়ে পালিয়ে যায়।

৫। যে মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয়। (কুমন্ত্রনা)

৬। সে জিনের মধ্য থেকে হোক। আর মানুষের মধ্য থেকে হোক।

Sura Nas, or Mankind

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1. Qul aaoothu birabbi annas
2. Maliki annas
3. Ilahi annas.
4. Min sharri awaswasi al khannas.
5. Allathee yuwaswisu fee sudoori annas.
6. Mina aljinnati waannas.

1. Say : "*I seek refuge with (Allah) the Lord of mankind,*

2. The King of mankind-

3. The Ilah (God) of mankind,

4. From the evil of the whisperer (devil who whispers evil in the hearts of men) who withdraws (from his whispering in one's heart after one remembers Allah).

5. Who whispers in the breasts of mankind.

6. Of jinn and men."

সূরা তাকাছুর/ Sura Takathur

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ❁ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ❁

তোমাদের গাফেল রাখে বেশি বেশি পাওয়ার লালসা এমন কি তোমরা যিয়ারত করো কবর পর্যন্ত

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ❁ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ❁

কক্ষণো নয় শিগ্‌গির তোমরা জানবে আবার কক্ষণো নয় শিগগির তোমরা জানবে

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ❁

কক্ষণো নয় যদি তোমরা জানতে জ্ঞানে প্রত্যয়

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ❁ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ❁

তোমরা অবশ্যি দেখবে জাহান্নাম আবার তোমরা দেখবে অবশ্যি তা চোখে প্রত্যয়

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ❁

পরে অবশ্যি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে সেদিন সম্পর্কে নিয়ামতসমূহ

উচ্চারণ :

(১) আল্‌হা-কুমুত্ তাকা-ছুরু। (২) হাত্তা- যুর্‌তুমুল্ মাক্ব-বির্ (৩) কাল্লা- সাওফা 'তালামূন (৪) ছুম্মা কাল্লা- সাওফা 'তালামূন (৫) কাল্লা- লাও 'তা'লামুনা 'ইলমাল ইয়াক্বিন (৬) লাতারা

উন্নাল্ জাহীম (৭) ছুম্মা লাতারা উন্নাহা- 'আইনাল ইয়াক্বীন (৮) ছুম্মা লাতুস্আলুন্না ইয়াওমাইযিন 'আনিন্ না'ঈম।

অর্থ :

১। বেশি বেশি পাওয়ার লালসা তেমাাদের গাফেল করে রেখেছে।

২। এমনকি তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও।

৩। কক্ষণো নয়। শিগ্গিরই তোমারা জানতে পারবে।

৪। আবার শোনো! কক্ষণো নয়, অতি শিগ্গিরই তোমরা জানতে পারবে।

৫। কক্ষণো নয়। যদি তোমরা প্রত্যয় জ্ঞানে জানতে। (তাহলে এভাবে চলতেনা।)

৬। অবশ্যি তোমরা জাহান্নাম দেখবে।

৭। আবার শোনো! তোমরা নিশ্চিতভাবে তা স্বচোখে দেখতে পাবে।

৮। পরে সেদিন প্রত্যেকটি নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।

Sura Takathur, or Piling up

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1. Alhaa kumut takaasur
2. Hatta zurtumu almaqabir.
3. Kalla sawfa taaalamoon.
4. Summa kalla sawfa taalanmoon.
5. Kalla law taa lamoona ilma alyaqeen
6. Latara wunnal jaheem
7. Summa latara unnal `aynal yaqeen
8. Summa latus alunna yawma-ithin aani annaaim.

1. The mutual rivalry (for piling up of worldly things) diverts you,

2. Until you visit the graves (i.e. till you die).

3. Nay! You shall come to know!

4. Again nay! You shall come to know!

5. Nay! If you knew with a sure knowledge (the end result of piling up, you would not have been occupied yourselves in worldly things).

6. Verily, You shall see the blazing Fire(Hell)!

7. And again, you shall see it with certainty of sight!

8. Then on that Day you shall be asked about the delights (you indulged in, in this world)!

সূরা আসর/ Sura `Asr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَالْعَصْرِ ❁ اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ ❁

ক্ষতির মধ্যে অবশ্যই মানুষ নিশ্চয়ই সময়ের কসম

اِلاَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَ

এবং সালেহ্ আমলে আর ঈমান আনে যারা তবে তারা ছাড়া

تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ❁

সবরের একে অপরকে উপদেশ দেয় এবং হকের একে অপরকে উপদেশ দেয়

উচ্চারণ :

১। ওয়াল্ ‘আসরি।

২। ইন্নাল্ ইন্ছা-না লাফী খুস্রিন।

৩। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া ‘আমিলুস্ সা-লিহা-তি

৪। ওয়া তাওয়া-ছাওবিল্ হাক্কি ওয়া তাওয়া-ছাওবিস্ সাবর।

অর্থ:

১। সময়ের কসম।

২। নিশ্চয় সকল মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত।

৩। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে, একে অপরকে হকের উপদেশ দেয়, আর সবরের উপদেশ দেয়।

Sura `Asr, or Time through the ages

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1. Waal aasri. 2. Inna al-insana lafee khusri

3. Illa allatheena amanoo waaamiloo assalihati watawasaw bialhaqqi watawasaw biassabri.

1. By Al-Asr (the time). 2. Verily, man is in loss,

3. Except those who believe and do righteous good deeds, and recommend one another to the truth and recommend one another to patience.

সূরা হুমাযা/ **Sura-Humazah**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ

পিছনে নিন্দা করে বেড়ায় যে সামনা-সামনি ধিককার দেয় প্রত্যেকের জন্য ধ্বংস

الَّذِى جَمَعَ مَالاً وَ عَدَّدَه يَحْسَبُ اَنَّ مَالَه

তার মাল নিশ্চয় সে মনে করে তা গুণে গুণে রাখে এবং মাল জমা করে যে

اَخْلَدَه كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ

চূর্ন-বিচূর্ণকারী জায়গায় মধ্যে তাকে অবশ্যি নিক্ষেপ করা হবে কক্ষণো নয় তাকে চিরকাল স্থায়ী করবে

وَ مَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ

প্রজ্বলিত আল্লাহর আগুন চূর্ন-বিচূর্ণকারী জায়গা কি তুমি জানো কি আর

الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى الاَفْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ

তাদের উপর নিশ্চয় তা আত্মা উপর পৌঁছবে যা

مُّؤْصَدَةٌ فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

লম্বা লম্বা খুঁটি মধ্যে ঘিরে রাখবে

উচ্চারণ :

১। ওয়াইলুল্ লিকুল্লি হুমাযাতিল্ লুমাযাহ্।
২। আল্লাজী জ্বামা‘আ মা-লাওঁ ওয়া ‘আদ্দাদাহূ।
৩। ইয়াহসাবু আন্না মা-লাহূ--- আখ্লাদাহ।
৪। কাল্লা- লাইউম্বাযান্না ফিল্ হুত্বামাতি।
৫। ওয়ামা--- আদ্রা-কা মাল্ হুতামাহ্।
৬। না-রুল্লা-হিল্ মুক্বাদাতুল্।
৭। লাতী তাত্তালি‘উ ‘আলাল্ আফইদাহ্।
৮। ইন্নাহা- ‘আলাইহিম্ মুসাদাতুন।
৯। ফী- ‘আমাদিম্ মুমাদ্দাদাহ্।

অর্থ :

১। ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে, সামনা-সামনি ধিক্কার দেয় আর পিছনে নিন্দা করে বেড়ায়।
২। যে মাল জমা করে। আর তা গুণে গুণে রাখে।
৩। সে মনে করে যে, তার মাল চিরকাল তাকে স্থায়ী করবে।
৪। তুমি কি জানো, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গাটি কী?
৫। তাহলো আল্লাহর প্রচণ্ড প্রজ্জ্বলিত আগুন।
৭। যা আত্মা পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।
৮। নিশ্চয় তা তাদের ঘিরে রাখবে।
৯। তারা লম্বা লম্বা খুঁটিতে। (ঘেরাও হয়ে থাকবে।)

Sura-Humazah, or the Slanderer

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1. Way lun likulli humazatin lumaztin.
2. Allathee jamaa malan wa addadah.
3. Yahsabu anna malahu akhladah.
4. Kalla layunbath anna fee alhutama.
5. Wama adraka ma alhutamah.
6. Naru Allahi al mooqada
7. Allatee tattaliau aala al-af-ida.
8. Innaha aalayhim musadat.
9. Fee aamadin mumadda dah.

1. Woe to every slanderer and backbiter.
2. Who has gathered wealth and counted it.
3. He thinks that his wealth will make him last forever!
4. Nay! Verily, he will be thrown into the crushing Fire.
5. And what will make you know what the crushing Fire is?
6. The fire of Allah kindled,
7. Which leaps up over the hearts.
8. Verily, it shall be closed upon them,
9. In pillars stretched forth (i.e. they will be punished in the Fire with pillars).

সূরা ক্বদর/ Sura Al-Qadar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَ مَآ

কি এবং কদরের রাতে মধ্যে তা আমরা নাযিল করেছি নিশ্চয়ই আমরা

اَدْرٰكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

কদরের রাত কদরের রাত কী তুমি জানো

خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ

ফেরেশতারা নাযিল হয় মাস হাজার হতে উত্তম

وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ

সব হতে তাদের রবের অনুমতি নিয়ে তার মধ্যে রূহ এবং

اَمْرٍ ۞ سَلٰمٌ ۞ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞

ফজরের উদয় পর্যন্ত রাত শান্তিময় আদেশ

উচ্চারণ ঃ ইন্না--- আন্‌যাল্‌না-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদ্‌রি। ওয়ামা--- আদ্‌রা-কা মা-লাইলাতুল্‌ ক্বাদ্‌রি। লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম্‌ মিন্‌ আল্‌ফি শাহ্‌রিন। তানাজ্জালুল মালা----ইকাতু ওয়ার্‌রূহু ফীহা- বিইযনি রাব্বিহিম, মিন্‌ কুল্লি আমরিন। সালা-মুন, হিয়া হাত্তা-মাত্বলাইল্‌ ফাজরি।

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় আমি একে (আর কুরআন) নাযিল করেছি শবে-কদরের রজনীতে। শবে কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? শবে-কদর (মহিমান্বিত রজনী) হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ও কল্যাণময়।

Sura Al-Qadar

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1. Innaaa anzalnaahu fee laylatil Qadr.
2. Wa maaa adraaka maa laylatul qadr.
3. Laylatul Qadri Khayrum-min alfi shahr.
4. Tanajjalul malaaikatu warroohu feehaa be izne rabbihim min kulli amr.
5. Salaamunh hiya hattaa matlail fajr.

1. Verily, We have sent it (this Qur'an) down in the night of Al-Qadr (Decree).

2. And what will make you know what the night of Al-Qadr (Decree) is?

3. The night of Al-Qadr (Decree) is better than a thousand months (i.e worshipping Allah in that night is better than worshipping Him a thousand months, i.e. 83 years and 4 months).

4. Therein descend the angels and the Ruh (jibril) by Allah's Permission with all Decrees,

5. (All that night), there is Peace (and Goodness from Allah to His believing slaves) until the appearance of dawn.

দরূদ শরীফ

اَللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ ـ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْد ـ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّد ـ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা- মুহাম্মাদিওঁ ও‘আলা ‘আলি মুহাম্মাদ। কামা- সাল্লাইতা আলা- ইব্‌রা-হীমা ওয়া‘আলা- ‘আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক ‘আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া‘আলা ‘আলি মুহাম্মাদ। কামা- বা-রাকতা আলা- ইব্‌রা-হীমা ওয়া‘আলা- আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ।

অনুবাদ ঃ “হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত কর আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি, যেমন তুমি রহমত করেছো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয় তুমি অতি উত্তম গুনের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ! বরকত নাযিল কর আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরদের ওপর। যেমন তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তার বংশধরদের ওপর করেছো। নিশ্চয়ই তুমি অতিব প্রশংসতি ও সম্মানিত।

Allahumma salli 'alaa Muhammadew wa 'alaa aali Muhammadin kamaa sallayta 'alaa Ibraaheema wa 'alaa aali Ibraaheema innaka Humeedum Majeed.

Allahumma baarik 'alaa Muhammadew wa 'alaa aali Muhammadin; Kamaa barakta 'alaa Ibraaaheema wa 'alaa aali Ibraaheema innaka Hameedum Majeed.

O Allah, send Your mercy on Muhammad and on his posterity as You have sent mercy on Ibrahim and his posterity. No doubt, You are Great and Praiseworthy. O Allah, send Your blessing on Muhammad and his posterity as You have blessed Ibrahim and his posterity. No doubt, You are Great and Praiseworthy.

দো‘আ মাছূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا ـ وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী জালাম্তু নাফসী জুল্মান কাছিরাও ওয়া ‘আলা ইয়াগ্ফিরুজ্জুনূবা ইল্লা- আন্তা ফাগ্ফির্লি মাগ্ফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ার হামনি ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক যুলম করে ফেলেছি। আর তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে বিশেষভাবে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু রব।

Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran- wa la yaghfirudh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratam-min 'indika warhamni innaka antal ghafurur-rahim.

O Allah, I have wronged myself greatly and nobody forgives sins except You. Grant me forgiveness and have mercy on me. Surely You are the Forgiver, the Merciful.(Bukhari : 834)

দোওয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الخَيْرِ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ
نَكْفُرُوْكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعى ـ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا
رَحْمَتَكَ وَنَخْشى عَذَابَكَ ـ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না- নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগ ফিরুকা ওয়া নু’মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনি আলাইকাল খায়র। ওয়া নাশ্কুরুকা ওয়ালা নাক্ফুরুকা ওয়া নাখ্লাউ ওয়া নাত্রুকু মাইয়াফ্যুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যা-কা না’বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লি ওয়া নাস্যুদু ওয়াইলাইকা নাসআ’ ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা-আযাবাকা ইন্না আযা-বাকা বিলকুফ্ফারি মুলহিক্ব।

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার সাহায্য চাই, তোমরা কাছে ক্ষমা চাই। তোমার ওপর বিশ্বাস রাখি। আমরা তোমার ওপর ভরসা করি, তোমার উত্তম প্রশংসা করি। আমরা তোমার

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ নই। যারা তোমাকে মানেনা আমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাই ও তাদের পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি। তোমার উদ্দেশ্যেই সালাত আদায় করি ও সেজদা করি। আমরা তোমার দিকেই ছুটে আসি, আমরা তোমার আনুগত্য করি ও তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার আশা পোষণ করি। আমরা তোমার শাস্তিকে ভয় করি। তোমার শাস্তি নিশ্চয়ই, কাফিরদের জন্য অবধারিত।

Allahumma inna nasta' inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alayka wa nushni 'alaykal-khayr. Wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku mayyafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu wa narju na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfiduwa narju rahmataka wa nakhsha 'adhabak. Inna `adhadaka bil-kuffari mulhiq.

O Allah, we seek help from You. We seek Your forgiveness. We believe in You. We rely on You. We praise You in the best manner. We thank You and are not ungrateful to You. We leave and cast off one who disobeys You. O Allah, we worship You and to You do we pray and prostrate and to You do we flee, and are quick in doing so, and we hope for your mercy and fear Your punishment, for verily, Your punishment overtakes the unbelivers.

'Whosoever recited the last two verses of Surah Al-Baqarah, Ayat : 285-286, and Surah Hashr, Ayat :22-24, at night that will be sufficient for him' (Bukhari)

যদি কেউ সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এবং হাশরের ২২-২৪ আয়াত পাঠ করেন। তার জন্য জান্নাত লাভ সহজ হয়ে যায়। (বোখারী)

اَلاَسْمَاءُ الْحُسْنى

আল্লাহ'র সুন্দতম নিরানব্বইটি নাম

NINETY-NINE NAMES OF ALLAH

আল্লাহর জন্যে রয়েছে সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সকল নামেই ডাকবে; যারা তার নাম বিকৃত করে তাদের বর্জন করবে; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৮০)

The Most Beautiful names belong to Allah, so call on Him by them, and leave the company of those who belie or deny His names. They will be requited for what they used to do. Araf : (180)

আরবী	উচ্চারণ	অর্থ
يَا اَللّٰه	ইয়া- আল্লাহু YA-ALLAH	হে আল্লাহ! Allah
يَا رَحْمٰنُ	ইয়া- রাহমানু YA-RAHMAN	হে পরম দয়ালু The Beneficent
يَارحِيْمُ	ইয়া- রাহীমু YA-RAHIM	হে পরম করুনাময় The Merciful
يَامَالِكُ	ইয়া- ইয়া মালিকু YA-MALIK	হে সার্বভৌম মালিক The Sovereign Lord
يَاقُدُّوْسُ	ইয়া- কুদ্দুসু YA-QUDDUS	হে পবিত্র The Holy
আরবী	উচ্চারণ	অর্থ

يَـاسَـلاَمُ	ইয়া- সালামু YA-SALAM	হে শান্তির আধাঁর The Source of Peace
يَـامُـؤْمِـنُ	ইয়া- মু’মিনু YA-MU'MIN	হে ঈমান দানকারী The Guardian of Faith
يَـامُـهَـيْـمِـنُ	ইয়া- মুহাইমিনু YA-MUHAYMIN	হে রক্ষাকারী The Protector
يَـاعَزِيْـزُ	ইয়া- আযীযু YA-'AZIZ	হে শক্তিমান/শক্তিশালী The Mighty
يَـاجَـبَّـارُ	ইয়া- জাব্বারু YA-JABBAR	হে বাধ্যকারী The Compeller
يَـا مُـتَـكَـبِّـرُ	ইয়া- মুতাকাব্বিরু YA-MUTAKABBIR	হে মহিয়ান/মর্যাদাবান The Majestic
يَـا خَـالِـقُ	ইয়া- খালিকু YA-KHALIQ	হে সৃষ্টিকর্তা The Creator
يَـابَـارِئُ	ইয়া- বারিয়্যু YA-BARI	হে উদ্ভাবক The Evolver
يَـامُـصَـوِّرُ	ইয়া- মুসাওয়িরু YA-MUSAWWIR	হে রূপকার The Fashioner
يَـاغَـفَّـارُ	ইয়া- গাফ্ফারু YA-GAFFAR	হে ক্ষমাশীল The Forgiver
আরবী	**উচ্চারণ**	**অর্থ**

يَـاقَـهَّـارُ	ইয়া- ক্বাহ্হারু YA-QAHHAR	হে আধিপত্যকারী The Subduer
يَـاوَهَّـابُ	ইয়া- ওয়াহ্হাবু YA-WAHHAB	হে মহান ও স্থায়ীদাতা The Bestower
يَـارَزَّاقُ	ইয়া- রাজ্জাকু YA-RAZZAQ	হে জীবিকা দাতা The Provider
يَـافَـتَّـاحُ	ইয়া- ফাত্তাহু YA-FATTAH	হে উদ্বোধনকারী The Opener
يَـاعَـلِـيْـمُ	ইয়া- আলীমু YA-'ALIM	হে সর্বজ্ঞ/সর্বজ্ঞাতা The All-Knowing
يَـاقَـابِـضُ	ইয়া- কাবিদু YA-QABID	হে সংকোচনকারী The Constrictor
يَـابَـاسِـطُ	ইয়া- বাসিতু YA-BASIT	হে সম্প্রসারণকারী The Expander
يَـاخَـافِـضُ	ইয়া- খাফিদু YA-KHAFID	হে মান-মর্যাদা হ্রাসকারী The Abaser
يَـارَافِـعُ	ইয়া- রাফিউ YA-RAFI	হে উন্নতিসাধনকারী The Exalter
يَـامُـعِـزُّ	ইয়া- মুয়িজ্জু YA-MU'IZZ	হে মর্যাদা দানকারী The Honorer
يَـا مُـذِلُّ	ইয়া- মুজিল্লু YA-MUZILL	হে অপমানকারী The Dishonorer
আরবী	**উচ্চারণ**	**অর্থ**

আরবী	উচ্চারণ	অর্থ
يَـاسَـمِـيْـعُ	ইয়া- সামী'য়ু YA-SAMI	হে সর্বশ্রোতা The All-Hearing
يَـابَـصِـيْـرُ	ইয়া- বাসীরু YA-BASIR	হে সবকিছু প্রত্যক্ষকারী The All-Seeing
يَـاحَـكَـمُ	ইয়া- হাকামু YA-HAKAM	হে বিচারক The Judge
يَـاعَـدْلُ	ইয়া- আদ্‌লু YA-'ADL	হে ন্যায়পরায়ন The Just
يَـالَـطِـيْـفُ	ইয়া-লাতীফু YA-LATIF	হে সূক্ষ্মদর্শী The Subtle One
يَـاخَـبِـيْـرُ	ইয়া- খাবীরু YA-KHABIR	হে সতর্ক/অবগত The Aware
يَـا حَـلِـيْـمُ	ইয়া- হালীমু YA-HALIM	হে ধর্যশীল/সহিষ্ণু The Forbearing One
يَـا عَـظِـيْـمُ	ইয়া- আযীমু YA-AZIM	হে মহান The Great One
يَـاغَـفُـوْرُ	ইয়া- গাফুরু YA-GHAFUR	সব অপরাধ ক্ষমাকারী The All-Forgiving
يَـاشَـكُـوْرُ	ইয়া- শাকূরু YA-SHAKUR	হে গুণগাহী The Appreciative
يَـاعَـلِـىُّ	ইয়া- আলিয়্যু YA-'ALI	হে সর্বোচ্চ The Most High

يَـاكَـبِـيْـرُ	ইয়া- কাবীরু YA-KABIR	হে সর্ববৃহৎ The Most Great
يَـاحَـفِـيْـظُ	ইয়া- হাফীযু YA-HAFIZ	হে সংরক্ষণকারী The Preserver
يَـامُـقِـيْـتُ	ইয়া- মুকীতু YA-MUQIT	হে অভিভাবক The Maintainer
يَـاحَـسِـيْـبُ	ইয়া- হাসীবু YA-HASIB	হে হিসান নিকাশ গ্রহণকারী The Reckoner
يَـاجَـلِـيْـلُ	ইয়া- জালীলু YA-JALIL	হে সুমহান The Sublime One
يَـاكَـرِيْـمُ	ইয়া- কারীমু YA-KARIM	হে কৃপাশীল The Generous One
يَـارَقَـيْـبُ	ইয়া- রাকীবু YA-RAQIB	হে তদারককারী The Watchful
يَـامُـجِـيْـبُ	ইয়া- মুজীবু YA-MUJIB	হে আহ্বানে সাড়াদানকারী The Responsive
يَـاوَاسِـعُ	ইয়া- ওয়াসিউ YA-WASI'	হে অনুগ্রহদানকারী The All-Embracing
يَـاحَـكِـيْـمُ	ইয়া- হাকীমু YA-HAKIM	হে জ্ঞানী The Wise
يَـاوَدُوْدُ	ইয়া- ওয়াদুদু YA-WADUD	হে প্রেমময় The Loving
আরবী	**উচ্চারণ**	**অর্থ**

يَـامَـجِـيْـدُ	ইয়া- মাজীদু YA-MAJID	হে মহিমাময়/গৌরবময় The Most Glorious One
يَـابَـاعِـثُ	ইয়া- বায়িছু YA-BA'ITH	হে পুনরুত্থানকারী The Resurrector
يَـاشَـهِـيْـدُ	ইয়া- শাহীদু YA-SHAHID	হে প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী The Witness
يَـاحَـقُّ	ইয়া- হাক্কু YA-HAQQ	হে সত্য/নির্ভুল The Truth
يَـاوَكِـيْـلُ	ইয়া- ওয়াকীলু YA-WAKIL	হে তত্ত্বাবধায়ক The Trustee
يَـاقَـوِىُّ	ইয়া- কাভিয়্যু YA-QAWI	হে মহাশক্তিশারী The Most Strong
يَـامَـتِـيْـنُ	ইয়া- মাতীনু YA-MATIN	হে সর্বশক্তিমান The Firm One
يَـاوَلِـىُّ	ইয়া- ওয়ালীয়্যু YA-WALI	হে রক্ষাকারী বন্ধু The Protecting Friend
يَـاحَـمِـيْـدُ	ইয়া- হামীদু YA-HAMID	হে প্রশংসার যোগ্য The Praiseworthy
يَـامُـحْـصِـىُ	ইয়া- মুহসিউ YA-MUHSI	হে মহা হিসাব গ্রহণকারী The Reckoner
يَـا مُـبْـدِئُ	ইয়া- মুবদিউ YA-MUBDI	হে উৎপাদনকারী The Originator
আরবী	**উচ্চারণ**	**অর্থ**

يَامُعِيْدُ	ইয়া- মুয়ীদু YA-MU'ID	হে পুনরুদ্ধারকারী The Restorer
يَامُحْيِىْ	ইয়া- মুহয়িউ YA-MUHYI	হে জীবনদাতা The Giver of Life
يَامُمِيْتُ	ইয়া- মুমীতু YA-MUMIT	হে মৃত্যুদানকারী The Creator of Death
يَاحَىُّ	ইয়া- হাইয়্যু YA-HAYY	হে চিরঞ্জীব/অমর The Alive
يَاقَيُّوْمُ	ইয়া- ক্বাইয়ূম YA-QAYYUM	হে আত্মনির্ভর/স্বাবলম্বী The Self-Subsisting
يَاوَاجِدُ	ইয়া- ওয়াজিদু YA-WAJID	হে অনুসন্ধানকারী The Finder
يَا وَاحِدُ	ইয়া- ওয়াহিদু YA-WAHID	হে একক/অদ্বিতীয় The Unique
يَا اَحَدُ	ইয়া- আহাদু YA-AHAD	হে একক/অদ্বিতীয় The One
يَاصَمَدُ	ইয়া- সামাদু YA-SAMAD	হে অমুখাপেক্ষী/শাশ্বত The Eternal
يَاقَادِرُ	ইয়া- ক্বাদিরু YA-QADIR	হে সর্বশক্তিমান The Most Able
يَامُقْتَدِرُ	ইয়া- মুক্বতাদিরু YA-MUQTADIR	হে ক্ষমতাবান The Powerful
আরবী	**উচ্চারণ**	**অর্থ**

يَـامُـقَـدِّمُ	ইয়া- মুক্বাদ্দিমু YA-MUQADDIM	হে দ্রুত শ্রবণকারী The Expediter
يَـامُـؤَخِّـرُ	ইয়া- মু'আখ্যিরু YA-MU'AKHKHIR	হে বিলম্বকারী The Delayer
يَـااَوَّلُ	ইয়া- আউয়ালু YA-AWWAL	হে সর্বপ্রথম/আদি The First
يَـا اخِـرُ	ইয়া- আখিরু YA-AKHIR	হে সর্বশেষ/অন্ত The Last
يَـاظَـاهِـرُ	ইয়া-যাহিরু YA-ZAHIR	হে প্রকাশমান The Manifest
يَـابَـاطِـنُ	ইয়া- বাতিনু YA-BATIN	হে অপ্রকাশ্যমান The Hidden
يَـا وَالِـىْ	ইয়া- ওয়ালিউ YA-WALI	হে অভিভাবক The Governor
يَـا مُـتَـعَـالِـىْ	ইয়া- মুতাআলিউ YA-MUTA'ALI	হে মর্যাদাবান The Most Exalted
يَـابَـرُّ	ইয়া- বার্‌রু YA-BARR	হে সকল কল্যাণের উৎস/মহাকল্যাণময় The Source of All Goodness
يَـاتَـوَّابُ	ইয়া- তাউয়াবু YA-TAWWAB	হে তওবা কবুলকারী /অনুশোচনা গ্রহণকারী The Acceptor of Repentance
يَـا مُـنْـتَـقِـمُ	ইয়া- মুনতাক্বিমু YA-MUNTAQIM	হে প্রতিফলদাতা The Avenger

يَـاعَـفُـوُّ	ইয়া- আফুয়্য YA-AFUW	হে ক্ষমাশীল/মার্জনাকারী The Pardoner
يَـا رَءُوْفُ	ইয়া- রাফূফু YA-RA'UF	হে সহানুভূতিশীল The Compassionate
يَامَالِكَ الْمُلْـكِ	ইয়া-মালিক-উল-মুল্ক YA-MALIK-UL-MULK	হে সার্বভৌমত্বের চিরন্তন মালিক The Eternal Owner of Sovereignty
يَاذَا الْجَلاَلِ وَالاِكْـرَامِ	ইয়া- ঝুল-জালালী-ওয়াল-ইকরাম DHUL-JALAL-WAL-IKRAM	হে করুণা ও দানশীলতার প্রভু The Lord of Majesty and Bounty
يَـامُـقْـسِـطُ	ইয়া- মুক্সিতু YA-MUQSIT	হে নিরপেক্ষ/সমদর্শী The Equitable
يَـاجَـامِـعُ	ইয়া- জামিয়ু YA-JAME'	হে জমাকারী/সংগ্রহকারী The Gatherer
يَـاغَـنِـىُّ	ইয়া- গানিয়্যু YA-GANI	হে স্বয়ংসম্পূর্ণ The Self-Sufficient
يَـامُـغْـنِـىْ	ইয়া- মুগনিয়্যু YA-MUGHNI	হে সমৃদ্ধশালী The Enricher
يَـا مَانِـعُ	ইয়া- মানিউ YA-MANI'	হে সংরক্ষণকারী The Preventer
আরবী	**উচ্চারণ**	**অর্থ**

يَـا ضَـارُّ	ইয়া- দাররু YA-DARR	হে ক্ষতি সাধনকারী The Distresser
يَـا نَـافِـعُ	ইয়া- নাফিউ YA-NAFI	হে প্রসন্নকারী/শান্তকারী The Propitious
يَـانُـوْرُ	ইয়া- নূরু YA-NUR	হে আলো/জ্যোতি The Light
يَـاهَـادِىُ	ইয়া- হাদিয়্যু YA-HADI	হে পথ প্রদর্শক The Guide
يَـابَـدِيْـعُ	ইয়া- বাদীউ YA-BADI	হে অতুলনীয়/অনুপম The Incomparable
يَـابَـاقَـىُ	ইয়া- বাক্বী YA-BAQI	হে চিরস্থায়ী/দীর্ঘস্থায়ী The Everlasting
يَـاوَارِثُ	ইয়া- ওয়ারিছু YA-WARITH	হে সর্বোচ্চ উত্তরাধিকারী The Supreme Inheritor
يَـا رَشِـيْـدُ	ইয়া- রাশীদু YA-RASHID	হে সঠিক পথ প্রদর্শক The Guide to the Right Path
يَـاصَـبُـوْرُ	ইয়া- সাবুরু YA-SABUR	হে ধৈর্যশীল The Patient

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়াত যা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত

Some essential verses that shoud be kept in mind.

১. এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে। আর আল্লাহর স্মরনই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। (আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)

Verily, As-Salat (the prayer) prevents from Al-Fahsha' (i.e. great sins of every kind, and every kind of evil wicked deed) and the remembering of Allah is greater indeed of Allah in prayers.

২. হে বনী আদম, প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। (আরাফ : ৩১)

O Children of Adam! Take your adornment while prying.

৩. হে মুমিনগণ! আত্মসংশোধন – করাই তোমাদের কর্তব্য তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা (মায়িদা : ১০৫)

O you who believe! Take care of your ownselves: If you follow the (right) guidance and forbid what is wrong no hurt can come to you from those who are in error.

৪. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন, আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। (বাকারা : ২৭৬)

Allah will destroy Riba (usury) and will give increase for Sadaqat. And Allah likes not the disbelievers, sinners.

৫. যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেন তখন কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর সেই বিষয়ে নিজ ফায়সালা করার অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়। (আহযাব : ৩৬)

It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed into a plain error.

৬. হে ঈমানদার গণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার বর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর। (তাহরীম : ৬)

O you who believe! Ward off yourselves and your families against a Fire (Hell) whose fuel is men and stones.

৭. হে মুমিনগন! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন লক্ষ্য রাখে যে, আগামী দিনের জন্য সে কী আগাম পাঠিয়ে দিচ্ছে। (হাশর : ১৮)

O you who believe! Fear Allah and keep your duty to Him. And let every person look to what he has sent forth for the the tomorrow, and fear Allah. Verily, Allah is All-aware of what to do.

৮. যে সব লোক শুধু এই পৃথিবীর জীবন এবং এর চাকচিক্যের অনুসন্ধানী হয়, তাদের কাজ কর্মের যাবতীয় ফল আমি এখানেই দান করি আর তাতে কোন কমতি করা হবে না। (হূদ : ১৫)

Whosoever desires the life of the world and its glitter, to them We shall pay in full (the wages of) their deeds therein, and they will have no diminution therein.

৯. আর তোমরা খাও পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না আল্লাহ অপব্যয় কারীকে পছন্দ করেন না। (আরাফ : ৩১)

And eat and drink but waste not by extravagance, certainly He (Allah) likes not Al-Musrifum (those who waste by extravagance).

১০. তোমরা কি মানুষকে সৎ কর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদের ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাব (কোরআন) পাঠ কর তবু ও কি তোমরা চিন্তা করো না? (বাকারা : ৪৪)

Enjoin you At-Birr (piety and righteousness and each and every act of obedience to Allah) on the people and you forget (to practise it) yourselves, while you recite the Scripture! Have you then no sense?

১১. আর তোমরা পরিবার বর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এ ব্যাপারে অবিচালিত থাক। (ত্বহা : ১৩২)

And enjoin As-Salat on your family, and be patient in offering them.

১২. দুর্ভোগ প্রত্যেক পরোক্ষ ও প্রকাশ্যে নিন্দাকারীর জন্য। (হুমাজা : ১)

Woe to every slanderer and backbiter.

১৩. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির লোক যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। (আনফাল : ২২)

Verily! The worst of (moving) living creatures with Allah are the deaf and the dumb, who understand not (i.e. the disbeliever)

১৪. এবং তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই হবে সফলকাম। (আল ইমরান : ১০৪)

Let there arise out of you a group of people inviting to all that is good (Islam), enjoining Al-Maruf and forbidding Al-Munkar. And it is they who are the successful.

১৫. নিজ কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার হিসাব করার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (বনী ইসরাইল : ১৪)

Read your book; You yourself are sufficient as a reckoner against you this Day.

১৬. হে ঈমানদার গণ! তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষন না অনুমতি গ্রহণ কর এবং গৃহবাসীদের সালাম কর, সেই গৃহের কাউকে পাওয়া না গেলে অপেক্ষা কর, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। (নূর : ২৭)

O you who believe! Enter not houses other than your own, until you have asked permission and greeted (salam) those in them; that is better for you, in order that you may remember.

১৭. নিজেদের সামগ্রিক ব্যাপারে পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে সপন্ন করো।(আশ শুরা : ৩৮)

And who (conduct) their affairs by mutual consultation, and who spend of what We have bestowed on them.

১৮. হে ঈমানদার গণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারী এসবই শয়তানের অপবিত্র কাজ, তোমরা এসব হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (মায়েদা : ৯০)

O you who believe! Intoxicants (all kinds of alcoholic drinks,) and gambling, and Al-Ansab, and Al-Azlam (arrows for seeking luck or decision) are an abomination of Shaitan's handiwork. So avoid (strictly all) that (abomination) in Order that you may be successful.

১৯. তোমাদের যখন অভিবাদন (দো'আ) করা হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা সেইরূপ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (নিসা : ৮৬)

When you are greeted with a greeting, greet in return with what is better than it, or at least return it equally. Certainly, Allah is Ever a Careful Account Taker of all things.

২০. এবং ওজনে ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না। (রহমান : ৯)

And observe the weight with equity and do not make the balance deficient..

২১. তোমরা প্রতিযোগিতা করে অগ্রসর হও, তোমাদের রবের ক্ষমা প্রার্থনা ও জান্নাতের দিকে, যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়। (হাদীদ : ২১)

Race with one another in hastening towards forgiveness from your Lord (Allah), and Paradise the width whereof is as the width of the heaven and the earth.

২২. হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জা স্থান সমূহের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। (নূর : ৩০)

Tell the believing men to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts. That is purer for them. Verily, Allah is All-Aware of what they do.

২৩. আর হে নবী! মুমিন স্ত্রী লোকদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে ও নিজেদের সাজ সজ্জা প্রকাশ না করে। (নূরঃ ৩১)

And tell the believing women to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts and not to show off their adornment except only that which is apparent (like both eyes for necssity to see the way).

২৪. হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। (বাকারা : ১৫৩)

O You who believe! Seek help in patience and As Salat. Truly! Allah is with As-Sabirun. (the patient)

২৫. কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে 'আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (হা-মীম-সাদজা :৩৩)

And who is better in speech than he who (says : 'My Lord is Allah) and then stands firm invites (men) to Allah's(Islimc Monotheism) and does righteous deed, and says: 'I am one of the Muslims.'

২৮. তোমরা সেই সব লোকদের মত হয়োনা যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। (সূরা ইমরান : ১০৫)

And be not as those who divided and differed among themseblves leaves after the clear proofs had come to them. It is they for whom there is an awful torment.

সঠিক উচ্চারণের জন্য আমাদের কোরআনের আয়াতসমূহ আরবীতে পাঠ করা উচিত।

To read these verses with correct pronounciation, one should read them in Arabic.

(Ameen)
